

গাথা

গাথা

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

প্রণীত

১৩১২ সন

কুন্তলীন প্রেস,
কলিকাতা, ৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
৩৫।২ বিডন ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত

উৎসর্গপত্র

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী

করকমলেষু—

পাঠকের নিকট সুলেখকের যেমন আদর, লেখকের নিকটও সুপাঠকের তেমনই সমাদর। আপনাকে এই গ্রন্থ উপহার দিয়া তাহা প্রমাণ করিলাম।

গুণানুরক্ত

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পৌত্র লাভ

কহিলেন উমাপদ, 'শোন নিরুপম,
বহুকাল আছি বেঁচে, ঘনাইছে দিন !
তুমি একমাত্র পুত্র !—বড় সাধ মনে,
তোমার সন্তান দেখি দুই চক্ষু মুদি
বুড়া-বুড়ী দোঁহে মোরা ; গৃহলক্ষ্মী আনি
সঁপি দিই তাঁর হাতে সংসারের ভার !

নিরুত্তর নিরুপম রহিল দাঁড়ায়ে
অবনতমুখে, শেষে কহিল বিনয়ে,
'বিবাহে প্রবৃত্তি নাই।'—'অনিচ্ছা বিবাহে ?'
বিস্মিত ব্রাহ্মণ ত্রস্তে করিলা উত্তর ;
'নব্য যুবকের দল জানি এই মন্ত্রে
হয়েছে দীক্ষিত এবে, যুক্তি তাঁহাদের,—
বিবাহ দারিদ্র্য আনে ! কিন্তু বাপু, তুমি ?—
তুমি ত ধনীর ছেলে ; তুমিও কি ভাব
বিবাহেরে বিভীষিকা ? শোন যাহা বলি ;
পিতার প্রার্থনা,—না, না, আদেশ তাঁহার,
আনন্দে সম্মতি দাও আনন্দ-উৎসবে।
আমি প্রৌঢ়, তুমি যুবা ; আমি বুঝি ভাল
কিসে তব শুভাশুভ ; পিতৃভক্ত তুমি,
করিও না অবহেলা পিতার আদেশ।'

পৌত্র লাভ

নিরুপম মাগি নিল সপ্তাহ সময়।
দুদিন হ'ল না পার, ভোজনের কালে,
গৃহিণী সহাস্যমুখে কহিলা পতিরে,
'নিরু মোরে বলিয়াছে জানাতে তোমায়,
পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য! এক ভিক্ষা তার,
কন্যানির্ব্বাচনভার লইবে সে নিজে।
তাও সে করেছে স্থির; আর কেহ নহে,
সে মোদের কন্যাস্নেহে পালিতা অমলা!
তোমার বন্ধুর মেয়ে, বংশে ভাল তারা;
কন্যাসম আছে গৃহে, বধূ হয়ে রবে।
অমলা পরের হবে!—এই ভাবি দোঁহে
হয়েছি কাতর কত; কি আশ্চর্য্য কথা,
এমন উপায় আছে ভাবি নি তা আগে!
ঝাড়িয়া হাতের অন্ন উঠিলা ব্রাহ্মণ;

'নিরু! নিরু!' উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলা গম্ভীরে।
সে মূর্ত্তি সে ক্লিষ্ট স্বর গৃহিণীর প্রাণে
আনিল অজ্ঞাত কম্প! অদূরে দাঁড়ায়ে
নিরুপম কম্প্রবক্ষে উন্মুখশ্রবণে,
নরঘাতী যেন শুনিছে বিচারফল
বিচারক-মুখে!—দাঁড়াইল হেঁটমুখে
পিতার নিকটে। কহিলেন উমাপদ,
'এ কি সত্য তবে?' উত্তরিল ধীরে যুবা,
'ভালবাসি; পাইয়াছি ভালবাসা তার।'
কহিলেন প্রৌঢ়, 'ভালবাসা শুধু নেশা,
যৌবনের চপলতা, খেয়ালের ঢেউ,
মুহূর্ত্তে অশান্ত হয়ে গ্রাসে আসি কূল,
শেষে শ্রান্ত শান্ত হয়ে ফিরে সে কাঁদিতে!
শিক্ষিত সুধীর তুমি; ফিরাও হৃদয়।

অমলা কমলা সম রূপগুণান্বিতা,
সে তোমার স্নেহপাত্রী ; পিতৃবন্ধুসুতা
পিতৃব্যকন্যার মত ; শাস্ত্র ও সমাজ
দিবে গুপ্ত অভিশাপ হেন সম্মিলনে !'
উত্তরিল ক্ষুণ্ণ যুবা সতেজে এবার,
'আমি নাহি মানি শাস্ত্র ; জীর্ণ সমাজেরে
করি ঘৃণা !' ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহিলেন পিতা,
'তুমি না মানিতে পার ; আমি আছি বেঁচে !
আমি মানি শাস্ত্র আর সমাজবন্ধন !'
উত্তর করিল পুত্র, নিরাশাপ্রেরিত
অশান্ত উদ্ভ্রান্ত ক্ষোভে, 'শিশু নহি মোরা,
আমরা স্বাধীন ! যতক্ষণ গুরুজন
উদার সদয়, সম্মানের যোগ্য তাঁরা ;
অনুজ্ঞা তাঁদের যতক্ষণ ন্যায়-গণ্ডি

না করে লঙ্ঘন দর্পে, প্রতিপাল্য তাহা !'
অনুগত পুত্রমুখে হেন প্রত্যুত্তর
করেন নি উমাপদ প্রত্যাশা কথনো ;
ক্ষণেক অবাক্ রহি ক্ষুব্ধ রুদ্ধস্বরে
কহিলেন, 'করিও না গৃহ্ কলঙ্কিত,
আজি—এইদণ্ডে যাও, যথা ইচ্ছা তব !'
তখন মধ্যাহ্নসূর্য্য মাথার উপরে
করিতেছে অগ্নিবৃষ্টি, প্রমত্ত পবন
হাহা হাসি ধূলি মাখি করিতেছে খেলা,
শাখা-অন্তরাল হতে কপোতযুগল
তুলিয়াছে করুণ কাকলি ; সেইক্ষণে
অভুক্ত অস্নাত এক উদ্ভ্রান্ত যুবক
পল্লীপথ দিয়া দ্রুত হ'ল নিরুদ্দেশ।
'ব্রাহ্মণী !' ডাকিলা বিপ্র, কহিলা গম্ভীরে,

'হেন কুলাঙ্গার তরে যদি কেহ কর
অপব্যয় বিন্দু অশ্রু, ক্ষমা নাহি তার !'
গৃহিণী সরলা ভীরু পতি-অনুগতা,
জানিতেন ভাল মতে পতির স্বভাব,
চিরদিন পতি-আজ্ঞা ধীর নম্র ভাবে
এসেছেন নিঃশব্দে পালিয়া, বহুক্লেশে
দারুণ শোকের বেগ করিলেন রোধ ;
তবু শূন্য অন্তঃপুরে ক্ষুণ্ণ মাতৃস্নেহ
পলে পলে সংযমের পাষাণপ্রাচীরে
খুঁড়িতে লাগিল শির। কিশোরী অমলা
কীটদষ্ট সুকুমার বিজনবাসিনী
বনমল্লিকার মত লাগিল শুকাতে ;
গভীর বিষাদ সেই হৃষ্টা প্রগল্‌ভারে
করিল গম্ভীর। বাহিরে এখন তার

গৃহকার্য্যে নিপুণতা হ'ল স্ফুটতর ;
ক্ষত পিতৃ-অভিমানে দীর্ণ মাতৃস্নেহে
সযত্নে সে দিতেছিল সেবার প্রলেপ !
অন্তর্য্যামী শুধু লইলেন সে নারীর
অন্তরের ভার ; প্রতিদিন তাঁর দ্বারে
উঠিতে লাগিল কোন ভগ্নহৃদয়ের
করুণ প্রার্থনা ছন্ন গৃহহারা তরে।

কিছুদিন গেল চলি। কর্ত্তা চুপে চুপে
সম্পদে সম্মানে ধনে সর্ব্বত্র বিখ্যাত
কোন বড় ঘরে করিলেন অমলার
পরিণয় স্থির। অমলা জানিল সব,
বুঝিল সকলি ; তার তরে মৃত্যুপাশ

হয়েছে রচিত ! স্বেচ্ছায় সে দিল ঝাঁপ ;
তবু পারিল না কহিবারে কোন কথা
সন্থ অপমানবিদ্ধ আত্ম-অভিমানী
পিতার অধিক সেই পিতৃবান্ধবেরে।
হয়ে গেল শুভকর্ম্ম কখন কেমনে,
জানে না অমলা ! শুভদিনে উমাপদ
দাম্ভিক বর্ব্বর শঠ বৈবাহিক-করে
হইলেন অকারণে বিষম লাঞ্ছিত ;
হয়ে গেল দুই দলে অনন্ত বিচ্ছেদ !
উদাসীন অশ্রুহীন চলিল অমলা
ছাড়ি চিরপ্রিয় ঘর পরগৃহ পানে।
সেই পাংশু শুষ্ক মুখ দেখিল যাহারা,
ভাবিল, এ সধবা কি শ্মশানযাত্রিণী ?
উমাপদ গলদশ্রু সংবরিয়া ক্লেশে

পশিলেন ঘরে ; গৃহিণী উঠিলা কাঁদি ;
পতি-পত্নী অনাহারে রহিলা সে দিন !

সাত বৎসরের পরে একদা প্রত্যূষে
শয্যা ত্যজি উমাপদ আসিলা বাহিরে,
হেরিলেন সবিস্ময়ে,—ভূষণবিহীনা
এলোকেশী শুক্লাম্বরা অনবগুণ্ঠিতা
মোহিনী রমণীমূর্ত্তি দাঁড়ায়ে অঙ্গনে,
কোলে অভিরাম শিশু, স্বপ্নশিশু কোলে
মূর্ত্তিমতী ঊষা যেন অতিথি দুয়ারে !
চমকি চিনিলা তারে ; উঠিলা চিৎকারি,
'অমলা, বিধবা তুই ! —পুণ্যবতী প্রিয়া !
তুমি চলে গেছ স্বর্গে ; আমি আজো আছি

সহিবারে সংসারের ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত !'
অমলার অবরুদ্ধ শোকের পাথার
উঠিল উচ্ছ্বসি ; কোলে চমকিত শিশু
অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে উঠিল কাঁদিয়া।

অমলার আগমনে গৃহের শৃঙ্খলা
আবার আসিল ফিরে ; বৃদ্ধের জীবনে
শিশু আসি অভিনব আনন্দ আনিল !
সে বিদ্রোহী প্রথমতঃ নাহি দিল ধরা,
শেষে ধীরে ধীরে শিশুসঙ্গলালায়িত
বিরহী বঞ্চিত হিয়া নিল তারে জিনি !
অমিয়মধুরকণ্ঠে 'দাদা !' সম্বোধন,
কচি বাহুযুগে সেই গাঢ় আলিঙ্গন
বৃদ্ধের সকল জ্বালা দিল জুড়াইয়া।

ভাবিতেন উমাপদ, হায় নিরু যদি
পিতারে করিত ক্ষমা ; যদি সে ফিরিত !
অনুতপ্ত পিতা করেছিলা বহু স্থানে
নিরুদ্দেশ পুত্র লাগি বিফল সন্ধান ;
ধীরে ধীরে তার আশা করেছিলা ত্যাগ ।

একদিন অতর্কিত সৌভাগ্যের প্রায়
নিরুপম নিজ গৃহে বহুদিন পরে
পিতারে প্রণাম করি দাঁড়াইল আসি ।
শিরে শিখা, করে গীতা কমণ্ডলু, তার
হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগ করিল প্রচার ।
সুখস্বপ্নাবিষ্টসম রহিলেন চাহি
হরষে বিস্ময়ে পিতা ; জিজ্ঞাসি কুশল
কহিলা নিশ্বাস ফেলি, 'মাতৃহীন তুমি !

বৎস, সে আজ থাকিত যদি! মৃত্যুকালে
তোমার নামটি তার ছিল জপমালা!'
অশ্রু মুছি নিরুপম জানা'ল পিতারে,—
মাতৃবিয়োগের বার্ত্তা বহুদিন আগে
পেয়েছে সে লোকমুখে। কহিলা ব্যথিত,
'আমি অপরাধী পিতা, ক্ষমা কর মোরে!'
উত্তর করিল পুত্র 'সব দোষ মোর,
পিতার অবাধ্য পুত্র দিল বহু ক্লেশ!'
শেষে জানাইল ধীরে একান্ত সঙ্কোচে,
'একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, পিতৃ-অভিমতে
দারপরিগ্রহ করি গৃহধর্ম্ম করা;
শাস্ত্রে লেখে, গুরুবাক্য বেদ হতে গুরু;
যৌবনে গৃহস্থাশ্রম প্রশস্ত কেবল।'
বৃদ্ধ ভাবিলেন, আজ সুখ-দেবতার

সবটুকু আশীর্ব্বাদ তাঁরি অধিকারে!
হেনকালে বুড়ার সে নয়নের মণি,
চারি বৎসরের ছেলে নাচিতে নাচিতে
'দাদা! দাদা!' বলি কক্ষে আসিল ছুটিয়া;
থমকি দাঁড়াল; শেষে 'বাবা!' বলি বেগে
যেমন আসিবে কাছে, ত্রস্ত নিরুপম
ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়া তারে করিল নিশ্চল।
দাদার স্নেহের কোলে ফিরে এল শিশু,
মুখ লুকাইয়া উঠিল ফুকারি কাঁদি।
আঁধার-রহস্যে ক্ষীণ বিদ্যুতের শিখা
জ্বলিল বারেক!—ডাকিলেন উমাপদ,
'অমলা, বাহিরে এস' গৃহকর্ম্ম মাঝে
অমলা নিমগ্ন ছিল, নিরুপমে হেরি
কক্ষে পশি চমকিয়া দাঁড়াল থমকি।

পৌত্র লাভ

কহিলেন উমাপদ,‘কন্যাধিক স্নেহে
পালিয়াছি আশৈশব তোমারে অমলা,
ভাঁড়ায়ো না আজি মোরে, বল সত্য করি,
নিরুপম সনে এই অজ্ঞাত শিশুর
জন্মরহস্য কি আছে কোন সূত্রে বাঁধা ?’
ক্ষণেক বিহ্বল রহি সহসা অমলা
নতজানু হয়ে সব করিল প্রকাশ ;
বহি সহি গুরুভার, বহুদিন পরে,
শ্রান্ত যথা একে একে রাখে তা নামায়ে !
—কেমনে বিবাহ-অন্তে পক্ষকাল মাঝে
হ’ল সে বিধবা ; শেষে কেমনে কখন
দেখিল সে নিরুপমে অকূল পাথারে
অনন্তনির্ভর ! বাহিরিল তার সনে
বিমুক্ত বিশাল বিশ্বে চির অনাবৃত !
জন্মিল নির্দোষ শিশু কলঙ্কে মণ্ডিত !

অমলা থামিল ত্রস্তে, লাজ-বজ্রাহতা
রহিল দাঁড়ায়ে শুধু নিস্পন্দ নীরব !
নিরুপম নতমুখে রহিল বসিয়া ;
দেখিল, অমলা কিছু করিল গোপন,—
বিবাহের আশা দিয়ে সে তারে যেমনে
করিল ছলনা পরে ; কিছুদিন গেলে,
যেরূপে বিরক্ত শ্রান্ত দিত সে তাহারে
নির্দ্দয় লাঞ্ছনা ; সে ত সেদিনের কথা,
শিশুপুত্র সনে তারে আসিল সে ফেলি
নিশীথে চোরের মত !—এ সব অমলা
করিল গোপন কেন, কার মুখ চাহি !—
নিরুপম বুঝি' তাহা মনে মনে শুধু
হাসিল বিষের হাসি ; পিতার নিকটে
সে এমন আনন্দের গৌরবের দিনে

অতর্কিতে অপদস্থ হয়ে, অমলারে
নীরবে দহিতেছিল তীব্র অভিশাপে !
হায় নারী, ভালবাসা ভোল না তোমরা,
কর্ত্তব্য-আবর্ত্তে তারে রাখ ঊর্দ্ধে ধরি ;
পুরুষ দুঃস্বপ্ন ব'লে ঝেড়ে ফেলে' তাহা
অনায়াসে মিশে যায় কর্ম্মকোলাহলে !
এতক্ষণ উমাপদ সংজ্ঞাহীনসম,
শুনিতেছিলেন সব ; আপনা সংবরি
কহিলেন পুত্রে চাহি, 'শোন নিরুপম,
এ শুদ্ধা নারীরে তুমি আনিয়াছ টানি
পঙ্কের গলিত স্তরে ; এ শুভ্র শিশুরে
করিয়াছ দুর্নিবার কলঙ্কমণ্ডিত !'
সহসা থামিলা ; হৃষ্ট অশিষ্ট বালক
জড়ায়ে ধরেছে কণ্ঠ ; কবি অনুভব

শিশুর সে সুখস্পর্শ কহিলা প্রাচীন,
'ক্ষমিব তোমারে তবু; কিন্তু অমলারে
বিবাহ করিতে হবে ধর্ম্ম সাক্ষী করি!
নহে, ত্যাজ্যপুত্র তুমি! পুত্র তব,
পৌত্র মোর, হবে মোর জলপিণ্ডদাতা;
বিষয় ইহারে দিব তোমারে লঙ্ঘিয়া।'
পুত্রে নিরুত্তর হেরি লাগিলা কহিতে,
'মূঢ় আমি, নিয়তিরে চাহিনু খণ্ডিতে,
অদৃশ্য অভাবনীয় গতিসূত্র ধরি
আপনারে করিল সে সবল সফল।
বৃদ্ধ হইয়াছি আমি, আজি দ্বন্দ্ব ছাড়ি
আনন্দে করিনু সন্ধি ক্রুদ্ধ ভাগ্য সনে।'
উত্তরিল দৃপ্ত যুবা, 'অসম্ভব কথা!
পুত্রবতী পতিতা এ বিধবার সনে

বিবাহে সমাজ শাস্ত্র হবে প্রতিকূল!'
কহিলেন বৃদ্ধ, 'তোমার সে চিন্তা নাই,
আমি আছি বেঁচে! যে শাস্ত্র সমাজ হয়
এ বিবাহে প্রতিকূল, কে মানে তাহায় ?'
'আমি মানি শাস্ত্র আর সমাজবন্ধন !'
উত্তরিল পুত্র তেজে। 'তবে দূর হও !'
গর্জ্জিয়া উঠিলা পিতা। সে দিন নয়নে
যে তেজ ফুটিয়াছিল, সপ্তবর্ষ পরে
সে নয়নে সেই জ্যোতি !—তখন বাহিরে
উঠিয়া এসেছে ঝড় ; মেঘদল মাঝে
নিরুদ্দেশযাত্রা তরে পড়ে গেছে ত্বরা,
উঠে গেছে কোলাহল, উতলা বাতাস
করিতেছে শৃঙ্গনাদ রহস্যের কোণে,
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিতেছে প্রলয়-আলোক !

গাথা

শিশুকালে মাতৃহীন, পিতার আদুরে ছেলে,
এইমাত্র জানি তার কথা ;
যায় নি সে বিদ্যালয়ে, পড়ে নি সে নীতিবোধ,
শিখে নি সভ্যতা !

তবুও সে বড় হ'ল, অবশেষে প্রেমে প'ল ;
বিস্ময়ের কথা তত নয় ;
সহৃদয় ছিল যুবা, হারায়ে ফেলিল তাই
সরস হৃদয় !
দীন প্রতিবেশীকন্যা, সোহাগী বালার নাম,
সেই তার মনের মানুষ ;
প্রেম ক্রমে বেড়ে গেল, মানিল না আর শেষে
লাজের অঙ্কুশ !

দুইজনে একসাথে যুক্তি করে তলে তলে,
দুজনাই জানিল তা বেশ,—
যদি না মিলন হয়, তবে আর এ জীবনে
সুখ নাই লেশ !

লাজ-শঙ্কা এড়াইয়া জানা'ল পিতার কাছে
সব কথা একদা ভীখণ,
গৃহকর্ত্তা ঘৃণা-রোষে করিলেন নামঞ্জুর
তার আবেদন।
সোহাগীর বংশদোষ পাকাপণা দুঃসাহস
বুড়ার আছিল চক্ষুশূল,
যুবা কিন্তু তারি মাঝে দেখিত আপন স্বর্গ,
নিস্তারের মূল !

ফিরিবে পিতার মন।—ভাবিয়া ভীখণ ক্লেশে
সংবরিল প্রথম উচ্ছ্বাস,
সোহাগীর প্রাণে কিন্তু জাগা'ল জিঘাংসা সেই
প্রথম নৈরাশ।

ভীখণের বৃদ্ধ পিতা অচিরে পড়িল যবে
ভয়ঙ্কর সন্নিপাত জ্বরে,
সোহাগী জানিয়া তাহা হাসিল বিষের হাসি
অন্তরে অন্তরে।
কে জানিবে এত কাণ্ড? চাপা মেয়ে বড় পটু
সংবরিতে হৃদয়-উচ্ছ্বাস;
কিন্তু সে ছিল না পটু বানায়ে বিনায়ে কিছু
করিতে প্রকাশ।

অবশেষে একদিন রোগীর টিপিয়া নাড়ী
বৈদ্য মুখ বাঁকাইল ভারি,
ভীখণে নিভৃতে লয়ে কহে পল্লীধন্বন্তরী
ঘন শির নাড়ি,
'আর বেশী দেরি নাই!' ভীখণ পড়িল বসি ;
কি জানি কি ভাবি অবশেষে
মুমূর্ষুর শয্যাপাশে দাঁড়াইল অশ্রু মুছি
ম্লানমুখে এসে।

পুত্রেরে ইঙ্গিতে ডাকি হাত তার বুকে রাখি
কাতর নয়নে স্নেহ ভরি
কহিল জড়িতকণ্ঠে, 'রহিল তোমারি সব,
রেখো যত্ন করি।'

আর এক অনুরোধ, 'ঘরে এনো বধূ; কিন্তু
সোহাগীরে করো না বিবাহ;
বাপের এ শেষকথা মনে যেন থাকে বাপু,
শুভ যদি চাহ!'
আর সরিল না কথা; মুমূর্ষুর সর্ব্ব দেহে
ছেয়ে এল ঘন অবসাদ;
অন্তিম নিমেষ বৃদ্ধ ফেলিল শোকার্ত্ত পুত্রে
করি আশীর্ব্বাদ।

শোকের হঠাৎ ঝড়ে প্রণয়ের বাঁধা-তরী
ভেসে গেল বহু—বহু দূরে,
আবার ফিরিল যবে, বসিল সে হৃদয়ের
সারা কূল জু'ড়ে!

কিন্তু দুটি মুগ্ধ হিয়া মিলিল একদা যবে
বিবাহের অটুট বন্ধনে,
ভীখণের ফুল্ল প্রাণ অজ্ঞাতে উঠিল কাঁপি
সে মঙ্গলক্ষণে!
প্রত্যক্ষ করিল শূন্যে পিতার ভ্রূকুটী যেন,
শুনিল দারুণ অভিশাপ;
বিবাহ করিল যুবা শুভদিনে হাসিমুখে,
বুকে চাপি তাপ!

স্মৃতি হতে ধুয়ে গেল সে তাপ নিঃশেষে শেষে
প্রণয়ের স্নিগ্ধ পরশনে,
চলিত প্রেমের চর্চ্চা অবিরাম কোণে পড়ি
সোহাগী-ভীখণে!

জানা'ল প্রিয়ারে যুবা কথা-ছলে, ঘটিল যা
শুভদিনে অশুভ ব্যাপার,
পড়িতে লাগিল হাসি সোহাগী তা শুনি, হাসি
থামে না তাহার!

কহিল, 'পুরুষ তুমি হয়েছিলে এই লাগি?
বিদ্যা-সাধ্য জানা গেল সব!
সোহাগী বিষম মেয়ে, ভীথণ জানিত তাহা,
রহিল নীরব।
ভীথণের এই গুণে নাহি ছিল স্বামী-স্ত্রীতে
কোনকালে কলহের ভয়,
নিরীহ পতিরে বাক্যে যে পত্নী জ্বালায়, সে ত
ডাইনী নিশ্চয়!

ছিল বটে ভারি মিল মনে মনে দুইজনে,
এরূপ ত বহুস্থলে থাকে ;
দম্পতিতে ঘটে নাই মতান্তরে মনান্তর,
এক মিলে লাখে !

যাঁরা যুগ যুগ ধরি পল্লীর সংবাদপত্র,
তাঁদেরি বিশেষ করুণায়
ভীখণের স্ত্রৈণ নাম নানা অলঙ্কার সনে
রটিল পাড়ায় !
আপত্তি ছিল না কিছু যুবার তাহাতে, আরো
করিত সে গর্ব্ব-অনুভব ;
কি করে নিন্দুকদল ? মানিল অগত্যা ক্লেশে
শেষে পরাভব !

এইরূপে কাটে দিন ; অল্পেই সন্তুষ্ট যুবা,
নাই চেষ্টা, নাহি করে শ্রম ;
সংসারে অলক্ষ্মী এল, তবু তার নাহি দৃষ্টি,
নাহি ঘুচে ভ্রম।
সোহাগীর তাড়া খেয়ে ভীখণ জাগিত কভু,
সে শুধুই ক্ষণিক উৎসাহ ;
কাণাকাণি হ'ত কিন্তু,—ভীখণের কাল, এই
রূপসী-বিবাহ !

তবু কেটে যেত দিন, নাহি হ'ত অনাটন
তার ক্ষুদ্র সচ্ছল সংসারে ;
সদ্য ভাগ্যবিপর্য্যয় যদি না ফেলিত তারে
অকূল পাথারে !

পৈত্রিক যা জোত-জমী প্রায় সব নিয়ে গেল
অকস্মাৎ নদীর ভাঙ্গন,
এদিকে বাকীর লাগি পাটোয়ারী করে তাড়া,
তর্জ্জে মহাজন।
বাস্তুভিটা আর কিছু সামান্য নীরস জমী
কেবল রহিল অবশেষ,
খামার উজাড় হ'ল, নগদ অমিত ব্যয়ে
হইল নিঃশেষ।

শেষকালে 'খত্' দিয়ে গ্রামবাসী কোন এক
পরিচিত ব্রাহ্মণের কাছে
গোটা ঋণ লয়ে তবে শোধিল খুচুরা ধার,
উপায় কি আছে ?

এর মধ্যে দুটি কন্যা জন্মিয়াছে ভীথণের,
তারা যেন ভীথণের প্রাণ ;
রুগ্ন শীর্ণ মেয়ে দুটি খর্ব্ব করেছিল শুধু
মাতৃ-অভিমান !
তোরা ছেলে ন'স—বলে' সোহাগী বকিত যবে
ভীথণের হ'ত ভারি রাগ,
মেয়েদের বুকে টানি করিত তখন আরো
দ্বিগুণ সোহাগ।

জুটে না দুধের কড়ি বৈদ্যের দক্ষিণা আদি
রুগ্ন শীর্ণ কন্যা দুটি তরে,
দরিদ্রের ভগবান, তাঁরো আশীর্ব্বাদে যেন
কিছু নাহি ভরে !

দেখে নি দৈন্যের মুখ প্রসন্ন প্রফুল্ল যুবা,
দুঃখ তারে করিল প্রাচীন ;
হাসি গেল, রঙ্গ গেল ; এতদিনে সত্য সত্য
হইল সে দীন।

সেই ঋণদাতা বিপ্র কহিলেন একদিন,
'ভীখন, কহিতে পাই লাজ,
বহু দিন পড়ে' আছে টাকাটা তোমার কাছে,
দিলে হ'ত কাজ।'
ভীখণ কহিল, 'যদি করিয়াছ উপকার,
ক্ষম মোরে আরো কিছু দিন ;
এত বলি বহুকষ্টে সংবরিল আঁখিজল
অভিমানে দীন।

বিপ্র ফিরাইলা মুখ ; সে কি অশ্রু সংবরিতে ?
হেসে কিন্তু গেলেন চলিয়া ;
হেনকালে দাঁড়াইলা গ্রামের হরিশ মৈত্র,
'ভীথণ!' বলিয়া।
দাদাঠাকুরেরে দেখি ভীথণ সেলাম করি
আস্তে-ব্যস্তে চৌকি দিল টানি,
ভীথণে আশিষি বিপ্র কহিলেন বহুবিধ
সান্ত্বনার বাণী।

অবশেষে কাছে ঘেঁসে চুপি চুপি কহিলেন,
'যুক্তি মোর রাখিও গোপনে ;—
তুমি সে ব্রাহ্মণপাশে কবে ধার করেছিলে,
পড়ে কিছু মনে ?

না পড়ুক্, মোর মনে আছে সব, সাক্ষী ছিনু
'খত্পত্র' লেখা যবে হয় ;
দেখেছি হিসাব ক'রে, সে 'খতের' নাই ম্যাদ ;
করিও না ভয় !
অস্বীকার কর ঋণ ; দায় হতে বাঁচ যদি,
শেষে মোরে যাহা হয় দিও ;
এ গ্রামে সবাই মোর মন্ত্রণায় উঠে বসে,
মোর কথা নিও !'

ভীখণ উঠিল গর্জ্জি, 'ঠাকুর, এখনি উঠ,
আসিও না আঙ্গিনায় মোর ;
দীন ব'লে ভাবিয়াছ এত হীন তুমি মোরে ?'
হ'ব আমি চোর ?'

কুটিলকটাক্ষে চাহি সরিয়া পড়িলা দ্বিজ
মানে মানে শেষে কোনমতে,
ভেবেছিলা বুঝি বিজ্ঞ, এত বড় গণ্ডমূর্খ
নাই ভূভারতে !

এদিকে ভীখণসেখ জমী আর হাল-গরু
ধীরে ধীরে করিল বিক্রয়,
জানা'ল না কারে কিছু ঋণের সমস্ত কড়ি
করিল সঞ্চয়।
যেদিন সমস্ত টাকা দেখিল হয়েছে জড়,
হাসিয়া সে মাতাইল বাড়ী,
সোহাগী ভাবিল, বুঝি যা কিছু আছিল বুদ্ধি
তাও গেল ছাড়ি !

পরদিন অতিপ্রাতে উত্তমর্ণ বিপ্রপাশে
ভীখণ দাঁড়া'ল হাসি নিয়া,
মুদ্রাগুলি রাখি কাছে কহিল, 'স্নেহের ঋণ
শুধিব কি দিয়া !'
বিপ্র কহিলেন, 'থাম, দলীলটা দেখি আগে
প্রাপ্য মোর হইয়াছে কত ;'
লাগিলা কষিতে অঙ্ক পরিপক্ক সাবধান
হিসাবীর মত !

সহসা চমকি উঠি কহিলেন, 'মিছে শ্রম,
ম্যাদ গেছে দেখিতেছি 'খতে' ;
নিতে ত পারি না টাকা, ইহাতে নিষেধ আছে
হিন্দুশাস্ত্রমতে ।'

সরল বিধর্ম্মী যুবা অবাক্ রহিল চাহি ;
কহিল, 'এ বিধি অভিনব,
তব কাছে ঋণী আমি, এ টাকা লইতে কেন
বাধা হবে তব ?'

হাসিয়া কহিলা বিপ্র, 'ম্যাদ গেছে,—ছল ইহা ;
আমারি চক্রান্ত সে সকল ;
জীবনের ম্যাদ মোর এসেছে ঘনায়ে যে রে,
তা ত নহে ছল !
আমিও যে তাঁর কাছে বহু ঋণে ঋণী আছি,
শুধিতে কি সাধ্য আছে মোর ?
দয়ায় নির্ভর শুধু, দয়া-মায়া তাঁরি বিধি ;
দ্বিধা কেন তোর ?

করিস্ না অবহেলা ক্ষুদ্রের এ উপকার !'
—এত বলি ধরিলেন হাত ;
ভীখণ রহিল স্তব্ধ, করিতে লাগিল শুধু
ঘন অশ্রুপাত।
সহসা পড়িল পদে ; পারিল না ঠেলিবারে
মহাত্মার অযাচিত দান ;
ভাষা কোন পাইল না কৃতজ্ঞতা প্রকাশের
আত্মহারা প্রাণ !

গৃহে ফিরি গৃহিণীরে কহিল সকল কথা
বার বার মুছি অশ্রুবারি,
সোহাগী শুনিল সব, গলিল না টলিল না
সে অদ্ভুত নারী !

ভীখণ ভাবিল, এই দানগ্রহণের লাগি
ক্ষুণ্ণ হইয়াছে প্রিয়া মম ;
তারো প্রাণে ছিল কি না সেই অনুকম্পা-কৃপা
চাপি ভার সম।

ভাবিল সে, দৈন্যদশা ঘুচাতে হইবে আগে,
ঋণ শোধা তারি শোভা পায়
যারে দয়া দেখাবার সুযোগ না পায় কেহ,
কেহ নাহি চায়!
প্রথম অর্জ্জন-ফল সমর্পিব মহাত্মারে,
তবে পূর্ণ হবে কৃতজ্ঞতা ;
তার পরে আছে মোর পরিবার পরিজন,
আপনার কথা!

ধার্ম্মিকের পুণ্য-অর্থ করি যদি পরিপাক
ঔদাস্যে আলস্যে এইরূপে,
ধর্ম্মে সহিবে না তাহা, করিবে সে পলে পলে
দগ্ধ মোরে চুপে!

অলস ভীখণ কাজে সহসা উঠিল মাতি,
কর্ত্তব্য হইল স্থির শেষে,—
ব্যাপারী নেয়ের দলে ভাগী হয়ে যাবে চলে
ব্যাপারে বিদেশে।
আসিল যাত্রার দিন, লইয়া অর্দ্ধেক পুঁজি
বাকী সব সঁপি গৃহিণীরে
বিদায় লইল কাঁদি, কন্যাদের কোল হতে
নামাইয়া ধীরে।

সোহাগী কহিল, 'গিয়ে, পাঠা'য়ো খবর কিন্তু,
বিদেশে রহিও সাবধানে!'
ভীখণ চলিয়া গেল ফিরে ফিরে চেয়ে চেয়ে
প্রিয়গৃহ পানে।
শিশুরা উঠিল কাঁদি, সোহাগী ভুলায়ে দোঁহে
রেখে দিল ঘুম পাড়াইয়া।—
বহুদিন গেল চলি, ভীখণ দিল না চিঠি,
এল না ফিরিয়া।

চৈতালী আসিল ঘরে, আমগাছে কুঁড়ি এল,
ফল ফ'লে পেকে' গেল ঝ'রে;
সমস্ত আকাশ শেষে ঢেকে গেল কালো মেঘে,
নদী গেল ভ'রে;

গেল রথ, মহরম, পল্লীর উৎসব কত,
শীত গেল, বসন্ত ফুরা'ল ;
কত পিক ডেকে ম'ল, কত বেলা ঝ'রে প'ল,
চামেলী শুকা'ল ;
বুধীর বাছুর হ'ল, পরাণের বিয়ে গেল,
আরো কত ঘটিল ঘটনা ;
ভীখণ এল না তবু, সোহাগী বৃথায় দিন
করিছে গণনা !

তার পরে, সেই নৌকা আসিল ফিরিয়া গাঁয়ে,
সে নেয়েরা ফিরে এল দেশে ;
সোহাগীরে পত্র দিয়ে, 'ভীখণ ভালই আছে'
জানাইল এসে।

ভীখণ লিখেছে লিপি—কত ঘরকন্না-কথা
জানিতে চেয়েছে বারে বারে,
কত বড় হইয়াছে মেয়ে দুটি তার এবে,
খোঁজে কি না তারে!
পাঠায়েছে হৃদয়ের সমস্ত মমতা প্রেম
খালি ক'রে যেন চিঠি মাঝে,
লিখেছে,—ফিরিবে শীঘ্র, আসিতে পারে নি শুধু
ঠেকে গিয়ে কাজে।

বাবার খবর জানি' মেয়ে দুটি এক দণ্ডে
শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল মাকে,
সোহাগী পড়ায়ে চিঠি জবাব লিখায়ে তার
পাঠাইল ডাকে।

যেমন প্রত্যহ যায়, তেমনি 'হেঁসেলে' গেল ;
কিন্তু আর পারে না কুলাতে ;
ভীখণ আসিবে কবে ?—এদিকে সমস্ত পুঁজি
লাগিল ফুরাতে।
লিখিল অনেক পত্র দৈন্যদশা জানাইয়া,
কিন্তু কোন পেল না জবাব ;
ভীখণের কোথা অর্থ ?—ভাবিল, ফিরিব দেশে,—
লিখে তা কি লাভ ?

দারিদ্র্যের বিভীষিকা বসিল চাপিয়া ক্রমে
সোহাগীরে ঘিরে চারিধার,
হেনকালে যা ঘটিল, ক্ষুদ্র গ্রামখানি তাহে
হ'ল তোলপাড় !

পল্লীজমীদারকন্যা স্নান ক'রে ঘরে গেল,
ফেলে গেল ভুলে স্বর্ণহার ;
সোহাগী আসিয়া ঘাটে দেখিতে পাইল তাহা,
লোভ হ'ল তার !
ভাবিল সে, ভাল-মন্দ কি আছে কপালে কার,
কেহ তাহা বুঝিতে কি পারে ?
ভবিষ্যতে কোনদিন দেখিতে বা পারে কাজ
বহুমূল্য হারে !

হারছড়া লুকাইয়া ঘরে সে রাখিল তুলি,
তার পরে নিত্যকার মত
গৃহকাজে দিল মন। এদিকে সে শূন্য ঘাটে
খোঁজ হ'ল কত !

জলে স্থলে তন্ন তন্ন খুঁজি সবে অবশেষে
হারাইল ভরসা পাবার,
সোহাগীর কতবার মনে হ'ল, ফিরে দিই
কৌশলে সে হার।

যদিও সে ছোটবেলা ছোট-খাট হেন কাজ
অসঙ্কোচে করেছে বিস্তর,
তবু গুরু অপরাধ ইহাই প্রথম তার
বড় হ'লে পর।
প্রথম দুষ্কার্য্য তরে তাই অনুতাপ-গ্লানি
সহিল সে অন্তরে অন্তরে,
দারিদ্র্যের বিভীষিকা রাখিল প্রবোধি তারে
প্রলোভন ধ'রে।

এ সান্ত্বনা ছিল তার,—দরিদ্র ভীখণ এসে
প্রশংসিবে তাহার চাতুরী,
সে চরিত্রে মোহ শুধু দেখেছিল মূঢ়া, কিন্তু
দেখে নি মাধুরী!

এদিকে করিল যাত্রা ভীখণ আপন দেশে,
ব্যাপারে হয়েছে বহু ক্ষতি;
মূলধন খোয়াইয়া পুঁজি-পাটা চুকাইয়া
সহিয়া দুর্গতি
ফিরিছে সে গৃহপানে, তবুও তাহার প্রাণে
আনন্দের খুলেছে ফোয়ারা;
প্রিয়া আর কন্যাদের লভিছে মিলনসুখ
স্বপ্নে মাতোয়ারা!

মূল্য দিয়া পারে নাই ক্রয় করিবারে কিছু,
আসে নাই তবু রিক্ত করে,
এনেছে সুন্দর দুটি উপল সেখান হতে
শিশু দুটি তরে।

শুক্লাসপ্তমীর চাঁদ যখন ডুবিয়া গেল,
তখন সে পেল নিজগ্রাম ;
পথে নাই জন-প্রাণী, ডাকিছে আঁধার-তলে
ঝিল্লী অবিশ্রাম।
সবল সাহসী যুবা সহসা উঠিল কাঁপি
যেন কারো ছায়া দেখি কাছে,
চলিল সে ছায়ামূর্ত্তি ঘন অন্ধকারে মিশে
ভীখণের পাছে !

ভীখণ চলিল দ্রুত, ছায়াও দৌড়িল সাথে ;
শেষে তারি পিতৃ-রূপ ধরি
মিলাইল অন্ধকারে। ভীখণের অন্তরাত্মা
উঠিল শিহরি !
অবিলম্বে উত্তরিল আপনার গৃহাঙ্গনে
:ভীখণ প্রিয়ারে ডাকি ধীরে,
পালিত কুকুর জাগি সেই শব্দে চীৎকারিয়া
ছুটিল বাহিরে।

সোহাগী তখনো ছিল জাগিয়া শয্যায় শুয়ে,
ডাক শুনি চকিতহৃদয়ে
আস্তে-ব্যস্তে দ্বার খুলি বাহিরে আসিল উঠে
দীপ হাতে লয়ে।

উল্লাসে উচ্ছ্বাসে কিছু পারিল না সুধাইতে,
হাতের প্রদীপ গেল পড়ি ;
তা না হ'লে ভীখণের রুক্ষ শুষ্ক মুখ দেখি
উঠিত শিহরি।

সোহাগী ছুটিয়া গেল গৃহে জ্বালাইতে দীপ,
কাঁপিতেছে তখনো ভীখণ ;
মুছিয়া ললাটঘর্ম্ম, নিশ্বাস ফেলিয়া, যত্নে
বাঁধিল সে মন !
পশি গৃহমাঝে যবে হেরিল ঘুমায়ে আছে
কন্যা দুটি গলাগলি করি,
চেয়ে চেয়ে, শুধু চেয়ে শান্তি যেন এল ছেয়ে
তার প্রাণ ভরি !

জাগাতে চাহিল ডাকি সোহাগী তাদের যবে,
ভীখণ করিল নিবারণ ;
'কাল্‌ই ত গো হবে দেখা, ভাঙ্গাবে ওদের ঘুম
কেন অকারণ ?'

বিরহীযুগলে হ'ল নিমেষে কতই কথা
লেখা-জোখা নাই কিছু তার,
ভীখণ কহিল হাসি', 'হারায়েছি সব পুঁজি ;
এই ত ব্যাপার !
এখনও যদি পাই আর কিছু মূলধন,
সব ক্ষতি কুলায়েও শেষে
বহু লাভ হতে পারে ; কিন্তু ঋণ পাব নাক
কারো কাছে দেশে।'

সোহাগী কহিল, 'যদি পারি দিতে হাতে হাতে
মূলধন, কি দিবে দাসীরে ?'
'দিব এই' !—বলি সেও হাতে হাতে দিল কিছু
লুব্ধা প্রেয়সীরে !

সোহাগী সিন্দুক খুলি আনিল বাহির করি
ঝল্‌মল্‌ সুবর্ণের হার,
জানাইল অকপটে কেমনে সে পেল তাহা
হয়ে নির্ব্বিকার !
অকস্মাৎ চমকিয়া ভীখণ সরিল দূরে,
দ্বার খুলি বাহিরিল বেগে ;
সোহাগী ছুটিল পাছে, সঘনে কাঁপিছে বুক
শঙ্কার আবেগে।

'কি করিলি! কি করিলি!' চীৎকারি উঠিল যুবা
ঘন ঘন কর হানি শিরে ;
সোহাগী কহিছে, 'যদি ক'রে থাকি অপরাধ,
ক্ষম অভাগীরে।'

প্রিয়া তার ক্ষুদ্র চোর!—অভিমানী ভীখণেরে
এ স্মৃতিতে করিল পাগল ;
ভুলিতে চাহিল যুবা, ভুলিতে নারিল তাহা
করি কোন ছল।
সেই ছায়ামূর্ত্তি-স্মৃতি সহসা স্মরণে এল,
নয়নে জ্বলিল তীব্র তাপ ;
শূন্যে মুষ্টি হ'ল বদ্ধ, বাহিরিল অসম্বদ্ধ
বিলাপ প্রলাপ।

ভূতলে সোহাগী পড়ি, করিতেছে অনুনয়
জড়ায়ে চরণ দুই হাতে,
ছুটিল উন্মত্ত যুবা অকস্মাৎ প্রেয়সীরে
ঠেলি পদাঘাতে।
তখনি বালিকা দুটি চীৎকারি উঠিল স্বপ্নে,
আপনি ঘুমাল পুনরায় ;
ভীখণ আঁধারে একা মিলায়ে মিশায়ে গেল
কে জানে কোথায় !

পদানত পতিপাশে সোহাগী লাঞ্ছনা ঘৃণা
কোনকালে পায় নাই হেন,
অপমানে অভিমানে ফুলিতে লাগিল বালা
ক্রুদ্ধ ফণী যেন !

কহিল,—কি ক্ষতি ? যাও, কিছু দুঃখ নাহি মোর,
ভালবাসা যাও যদি ভুলি ;
ভেব না এমন মোরে, তোমার আঘাতে আমি
হয়ে যাব ধূলি !
—এত বলি এস্তে উঠি গৃহে পশি সশব্দে সে
রুধি দিল গৃহের দুয়ার,
ভুলিতে নারিল তাহা, বুকে চাপি রয়েছে যে
অপমান-ভার !

সারাটি রজনী জাগি শয্যায় লুটিল পড়ি
তার মর্ম্মান্তিক যাতনায়,
প্রভাতে সমান তেজে আরম্ভিল গৃহকাজ
নিত্যকার প্রায়।

হা ভীখণ, তুমি উচ্চ!—এই ভাব, এ গৌরব
সোহাগী কি বহিতে না পারে?
নারী কি রে নর-দেবে দূর হতে পূজা দেয়,
প্রাণ দিতে নারে?
সে কি চাহে ধূলার মানবে, যার আছে ক্রুটী,
অপূর্ণতা আছে বহু ঠাঁই;
তারে তারা বুঝে, ভজে; তার ভাগ্যে জড়ায়ে কি
দহে? হয় ছাই?

হেথা সোহাগীর দম্ভে শ্রান্তি এল; ভালবাসা
তখনো তাহারে ছাড়ে নাই;
কিন্তু আপনার চেয়ে কেহ তার প্রিয় নয়,
হ'ল জয়ী তাই।

বক্ষ ভেদি কারো কথা উঠিতে চাহিত যবে,
সোহাগী চাপিত মুখ তার ;
তবু কারো প্রতীক্ষায় ছিল বহুদিন ; সে ত
ফিরিল না আর !
ভীখণ যে এসেছিল, এ কথা সোহাগী ছাড়া
কোনদিন জানিল না কেহ ;
সে যে আর বেঁচে নাই, এ বিষয়ে কারো কোন
ছিল না সন্দেহ ।
মেয়ে দুটি লয়ে পরে সোহাগী নূতন বরে
হাসিমুখে সঁপিল পরাণ !
ভীখণের আলোচনা গ্রাম হতে একেবারে
পাইল নির্ব্বাণ ।

মাল্য দান

সুকুল জহরলাল জীবিকার লাগি
স্বদেশের নিরাময় জল-বায়ু ত্যজি
বঙ্গের অস্বাস্থ্য কোণে, ক্ষুদ্র পল্লীমাঝে
অজ্ঞাত ধনীর গৃহে সভয়ে সঙ্কোচে
যেদিন দর্শন দিল, সেদিন তাহার
লাঠি লোটা গালপাট্টা সম্বল কেবল !
কর্ত্তা সেকালের লোক, বনেদী ভূস্বামী,
অঙ্গনে ঘুরিতেছিলা, সঙ্গে আগে পাছে
হিন্দুস্থানী রক্ষীবর্গ ; এমন সময়
ব্রাহ্মণ জহরলাল সহাস্য আননে

ভাবী প্রভুপাশে আসি উপবীত ছুঁয়ে
আশীর্ব্বাদ জানাইয়া দাঁড়া'ল নীরবে।
জহরের দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ গঠন
সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব বিনম্র স্বভাব
লাগিল বুড়ার চোখে ; সেইদিন হতে
জহর ধনীর গৃহে পাইল প্রবেশ।
আজ ত সে জমাদার, দলের প্রধান !
এদিকে সে মহাজন, দশগুণ সুদে
প্রজাদের ধার দেয় আপদে বিপদে,
নিজ প্রাপ্য বুঝে লয় হিসাবীর মত ;
বাকী আদায়ের লাগি লাঠি কাঁধে ফেলি
আপনি বাহির হয় রৌদ্র বৃষ্টি ভুলি !
আপনা নিগ্রহ করি ক্লেশে প্রাণপণে
আসিছে সঞ্চয় করি কৃপণের মত,

মাল্য দান

রূপসী ষোড়শী কন্যা আজিও অনূঢ়া
রয়েছে দরিদ্র-গৃহে ; এ ভাবনা তারে
নিশিদিন করিতেছে পীড়ন তাড়ন !
তদুপরি মাতা, গৃহকর্ত্রী ভ্রাতৃজায়া
দূর হতে প্রবাসীরে বার বার করি'
'সুরজ হয়েছে বড় !' স্মরণ করায়ে
দিতেছে গঞ্জনা। কোথায় পণের কড়ি ?
সে দুর্ম্মূল্য আজিও ত হয় নি সঞ্চিত !
কে বুঝে সে কথা ? অভাবের অভিযোগ
ধৈর্য্যক্ষমাহীন।
পাঠক, পশ্চিমে চল ;
ভগ্নতনু রুগ্নমন বাঙ্গালিনী ছাড়ি
দেখে আসি কবিচিত্র মানবের ঘরে,
রূপের সার্থক স্বপ্ন—তরুণীর ছবি,

স্বাস্থ্যে উদ্ভাসিত কান্তি, সজীব হৃদয় !
দেখে আসি, একাকিনী কেমনে সুরজ
গম ভাঙ্গে গুঞ্জরিয়া মধুর কজরী ;
সুখস্পর্শে হর্ষভরে কাকলী করিয়া
মর্ম্মে মর্ম্মে চরিতার্থ, ঘুরিতেছে জাঁতা ;
কাঁকন বাজিছে তালে, নাচিছে বেশর,
আঁটা-কাঁচলীতে আঁটা বক্ষ দুলিতেছে,
কালো কেশ এলো হয়ে পড়েছে ছড়ায়ে !
অড়হরশীর্ষগুলি কাঁপায়ে তখন
ফিরিছে পশ্চিমবায়ু ; আহীরবালক
গৃহ-মহিষের পাল চরাইছে গোঠে,
মন ঘুরিতেছে, যেথা শিশু-বৃদ্ধ মিলে
ফাঁদ পাতি বসি আছে ধরিতে বুলবুল্ !
—থামিল কজরী ; লুন্ঠিত নিচোলবাস

সরমে আকুল হয়ে এলো কেশপাশে
চাহিল লুকাতে।—প্রতিবেশী বংশীলাল
কখন দাঁড়া'ল আসি নিঃশব্দচরণে ;
বিমুগ্ধ দেখিতেছিল, পাদপদ্মতলে
তুচ্ছ গম ব্যর্থ জন্ম করিছে সার্থক
আপনারে চূর্ণ করি ! চারিচক্ষে হ'ল
চকিতে মিলন দীর্ঘ বিরহের তরে !
উল্লাসতরলকণ্ঠে তৃপ্তিসুখোচ্ছ্বাসে
মধ্যাহ্নেরে বিদ্ধ করি অদূরে মধুরে
কে ওই **উঠিল** গাহি গজলে সহসা
প্রণয়ের আবাহন অভিমানভরা !
যুবতী হাসিয়া পুন ধরিল কজরী
মৃদুস্বরে। ধীরে ধীরে এলোকেশ হতে
নিচোল পড়িল খসি ; বুঝি সাথে সাথে

কর্ম্ম হতে মনটিও পড়েছে খসিয়া !
দূর হতে দূরান্তরে সঙ্গীতের তান
হইল করুণতর ; যেন গায়কের
তপ্তঅশ্রুভারাক্রান্ত অব্যক্ত হৃদয়
রসালমৃণাললোভী মরালের মত
বাঞ্ছিতেরে বেড়ি বেড়ি লাগিল কূজিতে !
সেই স্বরে সেই ছন্দে সেই তান-লয়ে
কি কাকুতি, কি আকুতি, ব্যাকুল প্রকাশ !
ক্রমে, ক্ষীণ—ক্ষীণতর সঙ্গীতের রেখা
শূন্যে মিলাইয়া গেল কুহকের মত !
যুবতী উঠিয়া, গৃহে পশিল নিশ্বাসি ।
বংশীলাল একমাত্র যুবা বংশধর
নিরভিভাবক, শূন্য সম্পন্ন-গৃহের ।
তাজা কাঁচা সাদা মন নির্দ্দোষ নির্ম্মল ।

তিতির লড়ায়ে আর তোতারে পড়ায়ে
ধনীর দুলাল এই দোবেনন্দনের
স্বচ্ছন্দে কাটিত দিন। নিদাঘনিশায়
গৃহে গৃহে শয্যাগুলি পড়িত বাহিরে,
জ্যোৎস্নাযামিনীর সেই প্রশান্ত নিশীথে
বংশী বাজাইত বাঁশী নিজগৃহে বসি ;
আবেশে শয্যায় পড়ি মোহিতা সূরজ
করিত শ্রবণ ভরি স্বরসুধা পান,
স্বপনে স্বপনে দিত নিশি কাটাইয়া !
কত দিন কত স্নিগ্ধ বসন্তপ্রভাতে
যখন আমের বাগে পশি মত্ত বায়ু
সুঘ্রাণ উড়ায়ে দিত, শাখা-অন্তরালে
যুগ্ম বনকপোতের প্রথম কূজন
আসিত সমীরে ভাসি। বংশী সাধ ক'রে

আসিত আপন ক্ষেতে 'জনার' তুলিতে।
সেই ভোরে আমবাগে বাজিত ঘুঙ্গুর,
উড়িত কেশের সাথে মিশি নীলাম্বরী !
ঝরা-আম কুড়াইতে এসেছে সুরজ,
যত করে, নাহি ভরে অবাধ্য আঁচল !
এইরূপে দুইজনে মাঠে ঘাটে বাটে
চকিতে মিলন হয় ; কভু সে মিলন
শুধু মিষ্ট অনুভূতি অব্যক্ত প্রাণের ;
কভু চোখে চোখে শুধু প্রশ্ন সুগভীর ;
কভু হাস্যবিনিময় ! কিন্তু কোনদিন
এ অপূর্ব্ব যুগলের প্রেমের মন্দিরে
ভাষার মঙ্গল শঙ্খে বাজে নি আরতি !
তবু দোঁহে প্রাণে প্রাণে কত আপনার !
মূক প্রেম ধরা দেয় মৌনী প্রকৃতির

নিঃশব্দ ইঙ্গিত সম স্বচ্ছ মহিমায় ;
ভাষা সে প্রকাশাতীত রহস্যে পশিয়া
আপনারে করি তোলে জটিল আবিল !
এদিকে পণের মুদ্রা হ'ল যবে জড়,
প্রবাসী জহরলাল চলিল স্বদেশে।
পথে দুএকটি তীর্থে লভিয়া বিশ্রাম
সুকৃতি সঞ্চয় করি হ'ল অগ্রসর ;
নিজ পল্লীসন্নিকটে লব্ধ-আশা সম
অধীর বাষ্পীয় রথ থামিল যখন,
জহর নিশ্চিন্ত সুখে ফেলিয়া নিশ্বাস
নামিয়া পড়িল ত্রস্তে। গৃহ-অভিমুখে
চলিল চঞ্চলপদে ; আনন্দচপল
মন তার কোন্‌কালে চলে গেছে ঘরে !
স্বদেশের মায়ামাটী মায়াকাটী সম

পরশি জাগায়ে দিল সুপ্ত কল্পনারে।
মনে এল কত কথা ; কত প্রিয় মুখ !
সেই মাতৃহীন মেয়ে ! বংশের প্রদীপ,
একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র অভিরাম শিশু !
জহর কন্যারে ডাকি প্রবেশিল গৃহে ;
সুরজ সে স্নেহাহ্বানে ব্যাকুল বিস্ময়ে
বহুক্ষণ পারিল না কহিবারে কিছু !
বৃদ্ধা মাতা কাছে বসি প্রৌঢ়-শিশুটিরে
সানন্দে কম্পিত কর লাগিলা বুলাতে ;
ভ্রাতৃবধূ মৃদু হাসি' প্রীতিসম্ভাষণে
তুষিলেন প্রবাসীরে। সাত বছরের
বংশের প্রদীপ, সরি সংশয়ে সঙ্কোচে
ভীত কৌতূহলী নেত্রে আগন্তুক পানে
রহিল চাহিয়া ! শেষে একান্ত নির্ভরে

স্নেহাদরে ধরা দিল নিমেষের মাঝে।
মুহূর্ত্তে বৈচিত্র্যহীন একটী কুটীরে
আড়ম্বরবিরহিত প্রগাঢ় সুখের
প্রশান্ত উৎসবস্রোত লাগিল বহিতে।
সহসা জহরলাল মুমূর্ষুর মত
উঠিল বিবর্ণ হয়ে ; দেহ হতে স্নেহে
বাঁচায়ে এনেছে যাহা দীর্ঘ পথ বাহি,
সেই বহুকষ্টার্জ্জিত পরিপূর্ণ থলি
কোন্ অসতর্ক ক্ষণে এসেছে হারায়ে !
কিছুক্ষণ নিরুদ্দেশে নিষ্ফল সন্ধানে
ঘুরিয়া জহরলাল ফিরে এল ঘরে।
মিলনকৌতুকদীপ্ত প্রবাসীর গৃহ
একেবারে হয়ে গেল বিষাদমলিন !
জ্বলিল না সন্ধ্যাদীপ আর ; পিতা পুত্রী

আর দুটি সমদুঃখী বিলাপিনী নারী
অনাহারে সে রজনী করিল যাপন।
পরদিন অপরাহ্ণে বংশীলাল আসি
বয়োবৃদ্ধ জহরের পাদস্পর্শ করি
বসিল নিকটে। রহিল সে মিতভাষী
বহুক্ষণ অন্যমনে চিন্তায় বিভোর;
অবশেষে স্থান কাল কিছু নাহি গণি
অধীর-উৎকণ্ঠাতপ্ত বিশুষ্ক অধরে
জড়িত স্খলিত কণ্ঠে আশায় নিরাশে
কহিল অ-বাক্‌পটু, 'কর যদি দান
তব কন্যারত্ন দীনে, করিবে উদ্ধার
উদাসীন লক্ষ্যহীন একটি জীবন!'
রত্নলোভী দুরাকাঙ্ক্ষ কাঙ্গাল বাঁচিল,
জানায়ে দাতারে যেন মর্ম্মের প্রার্থনা!

আপনার ভাবে ভোর, সরল উৎসাহে
সে সংসার-অনভিজ্ঞ লাগিল কহিতে,
'ভাবিও না পণ লাগি ; আমি ঘৃণা করি
শুল্ক লয়ে শোণিতের আদান প্রদান !'
না বুঝি' জহরলাল উত্তরিল রোষে,
'দুদিনের অর্থবল, হে ধৃষ্ট বালক,
তারি এত অহঙ্কার ! চাহিছ ঘুচাতে
চিরন্তন কুলদৈন্য ? পঙ্গু নহি আমি,
জানি আমি আপনাতে করিতে নির্ভর ;
তব অযাচিত কৃপা রাখ তুলে কোন
পরমুখাপেক্ষী তরে, দাম্ভিক যুবক !'
ক্ষোভে রোষে যুবকের ফুটিল না কথা,
হ'ল মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ ; অমনি স্মরণে
ভাসিয়া উঠিল কার মোহিনী প্রতিমা ;

সেই চিরসুধাময়ী কৃপা-নির্ঝরিণী,
সে কি হতে পারে এই পাষাণের মেয়ে !-
শুদ্ধ বালকের মত, বদ্ধ পাগলের
প্রায়, অসম্বদ্ধ প্রলাপ উচ্চারি ক্ষোভে
দ্রুতপদে হ'ল যুবা গৃহের বাহির।
গৃহে গিয়া আদরের পোষাপাখীগুলি
দিল উড়াইয়া সব ; সেই প্রিয় বাঁশী,
কত উৎসবের দিনে, মিষ্ট অবসরে,
কত মধুযামিনীর জ্যোৎস্নায় মিশিয়া
খুলেছে যে হৃদয়ের নিরুদ্ধ দুয়ার,
কত গজলের তানে, আকুল আহ্বানে
হাসিয়াছে কাঁদিয়াছে ফিরিয়াছে সাথে,
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তারে নির্ম্মমের মত !
দ্বার দিয়া শয্যা'পরে লাগিল লুটিতে !

দুঃখচ্ছায়াস্পর্শহীন একান্ত ভঙ্গুর
পেলবজীবনবৃন্তে প্রথম আঘাত,
এই প্রবল আঘাত! বহুক্ষণ পরে
বাহিরিল দ্বার খুলি অভিমানী যুবা,
বিবর্ণ বিশুষ্ক মুখ, যেন ঘনঘোর
সদ্য ঝঞ্ঝারণক্ষান্ত গম্ভীর গগন!
দুই মাস গেল চলি। এই দীর্ঘ দিন
সুরজেরে বংশীলাল দেয় নাই দেখা;
একদিন সুরজেরে নিভৃতে পাইয়া
জানা'ল সকল কথা। সেদিন প্রথম
দুটি রুদ্ধ বাসনার নিঃসহ উত্তাপ
বিষাদের অশ্রুজলে পূত প্লুত হয়ে
মূর্ত্তি লয়ে ধরা দিল ভাষার বন্ধনে!
কহিতে লাগিল যুবা, 'জানিও, জীবনে
পারিব না তব আশা করিবারে ত্যাগ,

দুরাশারে বুকে করি করিব লালন !
শোন, যাহা স্থির ক'রে আসিয়াছি .আজ,-
তোমার পিতার সাথে কাল ঊষাকালে
করিব বিদেশযাত্রা ; তোমারি লাগিয়া
দীর্ঘ প্রবাসের মাঝে রহিব বিলীন
তোমাহারা মরু-ঘোরে ; ফিরিব যখন,
তোমার পিতার মন করি অধিকার
তোমারেও পাব না কি চির-অধিকারে ?
কিন্তু তার আগে, তুমি কর অঙ্গীকার,
যাবৎ না ফিরি আমি, রহিবে আমারি ?
দেহে মনে ততদিন কেবল আমারি ?
হারাবে না আপনার কুমারীগৌরব
মিষ্ট ছল কিংবা ধৃষ্ট বলের নিকটে ?
উত্তরিল দৃঢ়স্বরে প্রেমগর্ব্বস্ফীতা,

‘করিলাম অঙ্গীকার।’ কহিল যুবক,
‘হাতে হাত দিয়ে ওই চন্দ্রপানে চাহি
করহ শপথ তবে, ভুলিবে না কভু
এই শান্ত রজনীর নিস্তব্ধ বাসরে
উঠিল নক্ষত্রলোকে যে মিনতি মোর !’
‘ভুলিব না অঙ্গীকার।’ কহিল যুবতী।-
সেই প্রথম পরশ ! রহিল স্তম্ভিত
করপুটে করপুট, গগনবিহারী
মিলন-উৎসুক দুটি মেঘের মতন !
সেই প্রথম পরশ! নিমেষ ফেলিতে
অজ্ঞাতে বহিয়া গেল তাড়িতপ্রবাহ
দুটি থর থর দেহে ! মাথার উপরে
চকোর উড়িতেছিল ; বহিয়া আসিল
গ্রামের নেপথ্য হতে কোকিলকাকলী।

আসন্নবিরহত্রাসে দুটি স্তব্ধ প্রাণী
ক্ষণেক বিহ্বল রহি, মোহ হতে জাগি
মৃগমিথুনের মত সচকিত হয়ে
দুই জনে দুই পথে গেল মিলাইয়া !
তারপরে যথাকালে প্রতিবেশী দুটি
সুদূর প্রবাসে এল। কবে ধীরে ধীরে
বংশী প্রৌঢ়-জহরের অশ্রান্ত সেবায়
আপনারে সঁপি দিল ভক্তভৃত্য সম।
পাকশালে প্রবেশিয়া পাইত জহর
যথাস্থানে রন্ধনের উপচারগুলি,
দেখিত শয়নকালে শয্যা আছে পাতা।
প্রথমে ধনীর হাতে হেন সেবা নিতে
ব্যস্ত সঙ্কুচিত হ'ত দরিদ্র জহর ;
সনির্ব্বন্ধে বংশীলালে করিত বারণ।

ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের অজ্ঞাত নেশায়
সঙ্কোচের গুরুভার লঘু হয়ে এল,
কৃতজ্ঞতা শুষ্ক হয়ে প্রভুত্বে দাঁড়া'ল
পরুষ কঠিন হয়ে। যুবা ধৈর্য্য ধরি
সহিতে লাগিল সেই অন্যায় বিচার।
জহর পড়িল রোগে। দিবারাত্র একা
রোগীর নিঃসঙ্গ ক্লিন্ন রোগশয্যাপাশে
অবহিত শুশ্রূষায় নিপুণ সেবায়
লগ্ন মগ্ন হয়ে ছিল যুবা বংশীলাল।
জহর নীরোগ হয়ে কহিল সস্নেহে,
'শোধিতে নারিব কভু তোমার এ ঋণ!
বংশীর অন্তর হতে কি যেন প্রার্থনা
ফোট'-ফোট' হয়ে শেষে নারিল ফুটিতে!
নববর্ষ এল বঙ্গে। এবার জহর

কন্যাবিবাহের লাগি হইল ব্যাকুল ;
আপন সঞ্চিত অর্থ মিলিল যথন
প্রভুর সদয় দানে, ভাবিল জহর,
কোনমতে শুভকর্ম্ম হয়ে যাবে শেষ।
কহিল সে বংশীলালে, ‘চল, একসাথে
যেমন এসেছি দোঁহে, ফিরি সেইরূপে।’
বংশী নতজানু হয়ে কহিল বিনয়ে,
‘সকলি তোমার হাত! যদি দাও আশা,
তবেই ফিরিব ঘরে! নহে, এই শেষ!’
অকস্মাৎ জহরের পা দুটি জড়ায়ে
ঝর্ ঝর্ অশ্রুজলে লাগিল ধোয়াতে!
নিস্তব্ধ নির্জ্জন কক্ষে নীরব মিনতি
প্রহত হইতেছিল কঠিন প্রাচীরে!
কহিল জহরলাল, ‘ছাড় তার আশা ;

ধিক্ যুবা, এই তব বলের বড়াই ?
ছিঁড়িতে পার না ক্ষীণ একটি বাঁধন ?'
বালকের মত যুবা সাধিল, কাঁদিল।
অটল জহরলাল।—সহসা বঞ্চিত
উঠিয়া, ক্ষিপ্তের প্রায় খরদৃষ্টি হানি
চলে গেল কক্ষ হতে, অস্ফুট ভাষায়
উচ্চারিয়া অভিশাপ মর্ম্মান্তিক খেদে,
'যাও যাও ; এই স্পর্দ্ধা, এ কঠিন পণ
একটি কুসুম-করে চূর্ণ, দেখে এস !
তখন এ অনাদৃতে আসিবে সাধিতে !'
এদিকে জহরলাল ফিরে এল দেশে ;
শুভদিনে শুভক্ষণে শেষে একদিন
জহরের নির্ব্বাচিত সুসজ্জিত বর
আনন্দ বিশাল আর জ্বলন্ত মশাল

অন্তরে বাহিরে লয়ে, ধীরে বাহিরিল
সচকিত পল্লীপথে কন্যামৃগয়ায় !
দস্যু যেন প্রবেশিছে গৃহস্থের ঘরে,
পশিল সদলবলে বিবাহপ্রাঙ্গণে !
একটি বিহ্বল আর্ত্ত নারীহৃদয়ের
সমস্ত গৌরবগর্ব্ব আশা শান্তি সুখ
দস্যুরি মতন বলে লইল লুঠিয়া !
যথাকালে কর্ম্মস্থলে ফিরিল জহর।
ললাটের ঘর্ম্ম মুছি ঝোলা-ঝুলি রাখি
বংশীলালে হেরি কাছে কহিল নিশ্বাসি,-
এতদিনে পরিত্রাণ ! ঘরের লক্ষ্মীরে
দিয়েছি পরের করি জনমের মত !—
প্রৌঢ় একবিন্দু অশ্রু ফেলিল মুছিয়া।
যুবা দেখিল না তাহা ; তখন তাহার

বিমথিত হৃদয়ের প্রচণ্ড বিপ্লবে
একদণ্ডে বিশ্বভূমি হয়ে গেছে লয় !
উত্তপ্ত বেদনাক্লিষ্ট মাথার ভিতরে
প্রলয়ের শঙ্খনাদ হতেছে সঘনে !
কতবার মনে হ'ল, নিষ্ঠুর জহর
করিতেছে পরিহাস ! দেখিল চাহিয়া,
সে মুখ বিকারহীন চাতুরীবিহীন।
বৃশ্চিকদষ্টের প্রায় সহসা ছুটিয়া
উপাধানে মুখ ঢাকি কহিতে লাগিল
গুমরি আপন মনে,—ওরে উপাধান,
ওরে মোর চিরসাথী, আজন্ম-আশ্রয়,
তোর কোলে মাথা রাখি সোণার শৈশবে
দেখেছি সোণার স্বপ্ন ; কৈশোরে যৌবনে
কত আনন্দের দিনে উদ্ভ্রান্ত হইয়া

তোর বুকে লুকায়েছি অধীর উচ্ছ্বাস
প্রগল্‌ভ সুখের ! দুর্দ্দিনে আহত সম
কতবার তোর বুকে লুকায়েছি মুখ !
ওগো লজ্জানিবারণ, আজ ঢাক মোরে
বাহিরের কৌতূহলী খরদৃষ্টি হতে !
হে দুঃখ, হে প্রিয়, তোরে ব্যর্থ অশ্রু দিয়ে
করিব না অবমান ; নিব প্রতিশোধ !
তার পরে এস তুমি অনন্ত অপার
হতাশের চিরসাথী হে মৌন রোদন !—
ভাবিল সে, বিশ্বমাঝে যত নারী আছে
সবাই প্রলয়ঙ্করী ; সবাই পাষাণী ;
দেবী ব'লে পূজা পায় মূঢ়ের নিকটে !
হা পুরুষ, প্রাণভরা অভিমান লয়ে
এস না বুঝিতে তুমি রমণীহৃদয় !

স্বজন সমাজ আর ধর্ম্মেরে লঙ্ঘিয়া
নারী যবে ভালবাসে, আপনার কাছে
থাকে যে সে অপরাধী ; শুষ্ক কর্ত্তব্যেরে
দ্বিগুণ আবেগে তাই ধরে সে আঁকড়ি !
প্রাণ দিয়ে প্রাণাধিকে ভানমাত্র লয়ে
শূন্য-দেহ ডালি দেয় সংসারের পায় !
প্রথম ভাবিল যুবা, যোগ্য প্রতিশোধ,
রূপসী বিবাহ করি তারে বিস্মরণ।
পরক্ষণে মনে হ'ল, দুবার কি কেহ
পারে ভালবাসিবারে ? তবে কেন মিছে
একটি কোমল প্রাণ করিব নিষ্ফল ?
শেষে যাহা হ'ল স্থির, ক্ষিপ্ত তার ফলে
হৃদিমহিমার শুভ্র তুঙ্গ শৃঙ্গ হতে
সহসা গভীর পঙ্কে আসিল নামিয়া !

সুতিক্ত ঔষধ যেন রোগীর নিকটে,
চিরপ্রেমপরায়ণ কল্পনাপ্রবণ
হৃদয়ে লিপ্সার স্পর্শ লাগিল তেমন !
শেষে তাতে শক্তি এল ; তবুও তা যেন
প্রাণহীন শুধু্ এক উদাস বিলাস !
বার বার মোহঘোরে আঁধার কারায়
একটি সুদূরস্মৃত দেবীর প্রতিমা
মুক্তির আলোক লয়ে পশিত সস্নেহে ;
বংশী তারে জোর ক'রে দিত তাড়াইয়া !
বহুদিন গেল চলি ; তবু্ বংশীলাল
সূরজেরে কোনমতে নারিল ভুলিতে ;
প্রেমের নিকটে কাম হারায়ে গরিমা
ছলে বলে আপনারে রাখিল জাগায়ে !
তাই জীর্ণবস্ত্রসম এক প্রেম ছাড়ি

নিত্য নূতনের পাছে লাগিল ঘুরিতে।
বাঁকে না সরল বাঁশ ; বাঁকালে তাহারে,
থামে না সে মধ্যপথে, অচিরে সে করে
আপনারে বিনাশের অতলে নিক্ষেপ !
বারেক সরল যুবা বুঝিল যখন
অকারণে হয়েছে সে বঞ্চিত লাঞ্ছিত,
আপনারে একেবারে দিল ভাসাইয়া
দিশাহারা অন্ধকার নিপাতের স্রোতে।
কত বর্ষ গেছে চলি ; এর মাঝে কত
ঘটেছে ঘটনা। মরেছে জহরলাল ;
কন্যার বৈধব্য তারে হয় নি সহিতে।
বিবাহান্তে তিন বর্ষ না হইতে গত,
সূরজ বিধবা হয়ে তপস্বিনী সাজি
মর্ম্মমাঝে অগ্নি জ্বালি করিছে সাধন,

কোন্ দেবতার লাগি ? সুধায়ো না তাহা !
সে রহস্য থাক্ ঢাকা শোকের তিমিরে !
গুরু কর্ত্তব্যের ভরা আলোহীন পথে
অবিশ্রান্ত শ্রান্ত পান্থ বহিতে বহিতে
রঙ্গিন অতীত পানে যদি চেয়ে দেখে
বারেক, ক্ষণেক তরে,—ক্ষমা নাই তার ?
পঞ্চদশ বর্ষ পরে স্বদেশের পানে
চলিয়াছে বংশীলাল ! এ কি সেই যুবা,
পবিত্র সুন্দর স্বচ্ছ প্রভাতের মত ?
এ যে, রোগে অত্যাচারে ভগ্নজীর্ণতনু,
পাপে তাপে অবসন্ন অকালস্থবির !
সর্ব্বশেষে যে নারীরে বড়ই নির্ভরে
করিল সে শয্যাসখী, সেও কিছুদিনে
দুই দিবসের শিশু দিয়ে উপহার

তারে ছাড়ি মরণেরে করিল বরণ!
স্বহস্তলালিত সেই প্রাণের পুতুলে
অন্ধের যষ্টির মত বক্ষে আঁকড়িয়া
ফিরিছে স্বদেশে—গৃহে! দীর্ঘপথ বাহি
বাষ্পোদ্‌গারী মায়ারথ থামিল যখন,
স্বদেশের পুণ্যভূমি ঠেকিল চরণে ;
উদাস উদ্দেশ্যহীন চলিল প্রবাসী
ধীরপদে গৃহমুখে। পথে যেতে তারে
কেহ সুধাল না ডাকি! ক্রূর কৌতূহলে
অজ্ঞাত অপরিচিত খরদৃষ্টিগুলি
বিঁধিতে লাগিল তারে! শুনায়ে শুনায়ে
ক্রীড়ামত্ত একপাল অশিষ্ট বালক
তার পক্বকেশ লয়ে ব্যঙ্গ আরম্ভিল!
পরলোকপ্রত্যাগত প্রেতাত্মার মত

অভাগা ভাবিতেছিল, কি না ছিল মোর ?
প্রেম হয়েছিল ব্যর্থ, কি ছিল তাহায় ?
পবিত্র সমাধিসম তবু যদি আহা,
আমার সে অনাবিল শুভ্র নিরাশারে
শুধু সাজাতাম, শুধু করিতাম পূজা
কল্পনার সুরভিত কুসুমে কুসুমে,
জীবন কাটিয়া যেত সৌরভে গৌরবে !
আমার অতীতে কই স্মৃতির সুঘ্রাণ ?
আজ কিছু নাই মোর ; কেহ নহি আমি !
সজীব সরস এই জনতাপ্রবাহে
কি বাহুল্য, কি নীরস অস্তিত্ব আমার !
এই কর্ম্মকোলাহলে ঘন লোকালয়ে
কত স্ফূর্ত্তি, কত মূর্ত্তি, কত আয়োজন
নব নব আনন্দের ! কোথা আছি আমি ?

সকলি বিচিত্র এ যে সকলি নূতন !
হায় হায় পুরাতন, হায় উপেক্ষিতা
হা আমার জন্মভূমি, তুমি কি গো সেই ?
বল বল কোন্ দোষে, যে মোহিনীবেশে
গিয়াছিনু রাখি তোমা বিদায়প্রভাতে,
হারায়ে ফেলেছ সেই রূপের মহিমা !
কেন দেখিতেছি সদ্য মিলনসন্ধ্যায়
রূপহীনা বর্ষীয়সী তোমারে, রূপসী !
শৈশবের সুখস্বপ্ন, কৈশোরের সাধ,
যৌবনের লীলাগার, প্রৌঢ়ের স্মরণ,
তুমি সেই জন্মভূমি ?—আন্, ফিরে আন্
তোর সাথে সেই দিন ! সেই প্রিয়মুখ,
সেই হাসি, সেই বাঁশী, সেই ঘুম-ভাঙ্গা,
মায়ামৃগ ধরাধরি স্বপন-গহনে !

বালকেরে ক্রোড়ে লয়ে আবিষ্টের মত
দৌড়িতে লাগিল প্রৌঢ় ; যেন কারো সাথে
মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'লে নাহি হবে দেখা !
যখন থামিল পদ, দেখিল চাহিয়া,
জহরের গৃহাঙ্গনে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
বুঝিতে নারিল, কোন্ ঝঞ্ঝার আবেগ
দিশাহারা জলমগ্ন নাবিকের মত
আনিয়া ফেলেছে তারে পরিত্যক্ত কূলে !
এসেছিল পিত্রালয়ে দেখিতে স্বরজ
পীড়িত পিতৃব্যপুত্রে ; আজ ফিরে যাবে
পুন পতিগৃহে। শিবিকা প্রস্তুত দ্বারে।
স্বরজ অঙ্গনে ছিল, কারে দেখি যেন
উঠিল সে চমকিয়া,—এ যে সেই মুখ !—
আগুন্তুক একদৃষ্টে চাহি কিছুক্ষণ

সহসা উঠিল ডাকি, 'সুরজ ! সুরজ !
হা ফুটন্ত লাবণ্যের জীবন্ত সমাধি !'
অশ্রুহীন বিষাদের নিবিড় ছায়ায়
একান্তে মিলিল দুটি প্রবীণ প্রবীণা !
দোঁহে চিরপরিচিত, তবু দুইজনে
কি বিচ্ছেদ-ব্যবধান আজ কায়মনে ;
কি স্বতন্ত্র, কি বিচিত্র দুটি নরনারী !
প্রস্ফুট গোলাপটিরে যত্ন তুলে রাখ,
শেষে পক্ষকাল পরে পূর্ব্বস্মৃতি লয়ে
দেখ তারে,—যত দেখ, যত লও ঘ্রাণ,
কিছুতে সে আদর্শের নাহি পাবে দেখা ;
মনে হবে, যেন কোথা—কত দূরে এসে
স্মৃতির সে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে !
সুরজ সঙ্কেত করি গৃহের সকলে

কহিল, রহিতে দূরে। নিভৃতে নীরবে
মুখোমুখী দুইজন বসিল নিশ্চল,
বিরহীযুগল আজ কি পরিবর্ত্তিত!
পূর্ব্বের আবেগ লয়ে স্মৃতির সেতার
যতই বাজাতে যায় প্রাণপণ বলে,
ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় তার, আসে না ঝঙ্কার!
দোঁহার জীবন-মেঘে তবু দুইজনে,
দুই কেন্দ্রে নির্ব্বাসিত দুটি তারা সম
আছে জাগি; আর যত গত ইতিহাস,
দুর্ভাগ্য দুঃস্বপ্ন ভ্রান্তি মিথ্যা বুঝি সব!
খুলে গেল দুজনের হৃদয়-নির্ঝর!
কহিল সূরজ, 'মোরে করিও বিশ্বাস,
পরুষ বলের কাছে ভীরু অসহায়
আর্ত্ত নারীহৃদি লয়ে বহুদিন যুঝি,

তার পরে করিয়াছি আত্মবিসর্জ্জন !
কেমনে কাহার সাথে হ'ল পরিণয়,
বিহ্বলা বিবশা আমি, নাহি জানি কিছু।
বংশীর হৃদয়াকাশে সংশয়ের মেঘ
এতদিনে গেল নামি। আজ বংশীলাল
বুঝিল, রহস্যময় নারীপ্রকৃতির
স্নিগ্ধ শালীনতা, নহে ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা।
নারীর চরম শক্তি, আত্মবিসর্জ্জনে ;
নহে তাহা স্বার্থান্ধের বিদ্রোহঘোষণা !
দগ্ধদিগ্ধ মর্ম্মোত্থিত সুপ্ত অনুতাপ
লাগিল দহিতে তারে ; জীবনের ভার
বড় গুরু মনে হ'ল ! কহিল কাতরে
অনুতপ্ত বংশীলাল, 'আমি ?—হায় হায়,
এই আমি !—আজ তব করিব বিচার ?

দশের উচ্ছিষ্টভোজী অস্পৃশ্য কুক্কুর
মন্দির-বাহিরে পড়ি দীননেত্রে থাকে
শুধু কৃপাপ্রতীক্ষায় ; যা পায় প্রসাদ
দেবতার, ধন্য মানি করে তা গ্রহণ !
তোমার পবিত্র স্মৃতি কলঙ্কিত করি
আমি শুধু—আমি দেবী, কৃপার ভিখারী !'
ধীরে ধীরে শোচনীয় আত্ম-ইতিহাস
শিশুসম অকপটে করিল প্রকাশ।
সঙ্গী বালকের পানে চাহি অবশেষে
তর্জ্জনীনির্দ্দেশে তারে দেখায়ে কহিল
পূর্ণপিতৃগর্ব্বভরে, 'এই যাদু মোর,
রসাতলজাত এই স্বর্গচিহ্নলেশ,
কলঙ্কমণ্ডিত এই নির্দ্দোষ বালক,
গরলমন্থিত সুধা, আছে শুধু মোর

দৈব আশীর্ব্বাদ সম দীর্ঘ অভিশাপে !'
করুণাকোমল কণ্ঠে কহিল সূরজ
পুলকিত চমকিত করি বংশীলালে,
'এ নারীর প্রেমস্বর্গে কল্পনানন্দনে
যে দেবতা কৃপা করি দিয়াছিলা দেখা,
অদীন অম্লানকান্তি অকলঙ্ক যুবা,
আমি ভালবাসিয়াছি সেই বংশীলালে ;
চিরকাল সেই ছবি আঁকা রবে প্রাণে !
পুরুষের প্রেম, কর্ম্মক্লান্ত জীবনের
ক্ষণ মুগ্ধ-অবসর ! জান না নারীরে,
ভালবাসা জীবনের সর্ব্বস্ব তাদের ।'
সতৃষ্ণনয়নে চাহি বালকের পানে
কহিল, 'একটি ভিক্ষা মাগি তব কাছে,
মা-হারা বাছারে মোরে দাও চিরতরে !

ওর স্মিত বিভাসিত অকলঙ্ক মুখে
তোমার কিশোরমূর্ত্তি দেখিতেছি আঁকা।
বাৎসল্যক্ষুধার গ্রাস কাড়িনু তোমার,
লইও না অপরাধ পূর্ব্বস্নেহ স্মরি ;
এই ভেবে ক্ষমা দিও, স্বার্থান্ধ হৃদয়
কারো শেষস্মৃতিচিহ্ন নারিল ছাড়িতে !'
এত বলি, ক্রোড়ে টানি সহসা বিস্মিতে
সোহাগে আবেগে স্নেহে চুম্ব-আলিঙ্গনে
মাতৃস্নেহলালায়িত আজন্ম-তৃষিতে
করিল নিমেষমাঝে চির আপনার !
বংশীলাল সকাতরে উঠিল চীৎকারি,
'পাষাণী, পাষাণকন্যা, আজ ভিখারীরে
তার শেষকণা হতে করিলে বঞ্চিত ?
এই শূন্য জীবনের আসন্ন সন্ধ্যায়

কি রহিল মোর? মোর সন্ধ্যাদীপটুকু
থর থর কম্পান্বিত, শত বিঘ্নপাতে
এনেছিনু বাঁচায়ে কি হারাতে এরূপে?'
আসি বংশীলালপাশে, সাদরে সূরজ
ত্রস্তে কণ্ঠ হতে খুলি রুদ্রাক্ষের মালা
স্বহস্তে তাহার গলে দিল পরাইয়া।
ঠিক সেইক্ষণে নিকটের শিবালয়ে
বাজিয়া উঠিল শঙ্খ! চমকি বিধবা
বালকেরে ক্রোড়ে চাপি শিবিকায় উঠি
রুদ্ধ করি দিল দ্বার; চলিল শিবিকা।
যতক্ষণ দেখা গেল, মুগ্ধ বংশীলাল
রুদ্ধ শিবিকার পানে রহিল চাহিয়া;
শিবিকা অদৃশ্য হ'ল; সেও মৃদুপদে
আপনার গৃহমুখে চলিল ফিরিয়া।

সে করুণ অপরাহ্নে পাণ্ডুচন্দ্রলেখা
পথিকের সাথে, তার স্তিমিত স্তম্ভিত
মোহময় অশ্রুময় কল্পনা-স্বপনে
উদাস স্মৃতির মত চলিল ভাসিয়া!
পথে যেতে মালাগাছি চুম্বি বার বার
রাখিল মাথায় ধরি; কহিল আবেগে,-
আজ যাহা পাইয়াছি এ বুকের কাছে,
এ প্রাণের মাঝে, তাই লয়ে জীবনের
অবশিষ্ট দিনগুলি পারিব কাটাতে!
এই ক্ষমা, এই দয়া, এই স্নেহবলে
বিধাতার চিরক্ষমা লইব মাগিয়া!—
এত বলি, মালাটিরে চুম্বিল আবার।

বিচিত্র নিয়তি

কেরাণী প্রকাশচন্দ্র কলিকাতা ছাড়ি
দুমাসের ছুটি নিয়ে আসিলা কটকে
বায়ু বদলের লাগি। সঙ্গে পরিবার,
পত্নী অমাময়ী আর তিন বছরের
শ্রীমান্ হরিশচন্দ্র। 'কাঠজুড়ী'-তীরে
বাসা হয়ে ছিল ঠিক, কলরবহীন
নগরের উপকণ্ঠে। মুক্ত বন্দী-পাখী
ল'য়ে ক্ষুদ্র পরিবার লোকালয় ছাড়ি
একান্তে বাঁধিল যেন সুখময় নীড়!

দুই মাস গেছে চলি। পীড়িত প্রকাশ
হয়েছেন রোগমুক্ত। একদা প্রদোষে
স্বামী-স্ত্রীতে বসি ছাদে দেখিতেছিলেন
তটিনীর জললীলা ; শীর্ণা কাঠজুড়ী
উঠেছে লাবণ্যে ভরি ; দৃষ্টি দোঁহাকার
মগ্ন ছিল নীল নীরে ; যেন স্বপ্নে জাগি,
মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে হতেছিল কথা।
কহিলা প্রকাশ, 'সাধ যায়, সব গোল
চুকাইয়া বাঁধি এসে এই দেশে বাসা।'
উত্তর করিল অমা বিস্ময়ে, 'এখানে ?
এই বর্ব্বরের দেশে ?' কহিলা প্রকাশ,
'মিছে এ উড়িয়া-দ্বেষ ! কভু ইতিহাস
ছুঁইলে না, কি বুঝিবে ? দোষ নাই তব ;
স্ত্রীপাঠ্য হয়েছে এবে উপন্যাস-পাঁস !'

বিচিত্র নিয়তি

বিষাদগম্ভীর মুখে উত্তরিল অমা,
'জানি গো তা জানি, আমি যোগ্য নই তব,
যদি আহা, পেতে তারে, হতে কত সুখী!
সমানে সমানে তবে হ'ত না মিলন?
আমিই কণ্টক তব; ইচ্ছা হয় মরি'
তোমারে জন্মের মত করি নিষ্কণ্টক!'
পরিহাস-হাসি হাসি' কহিলা প্রকাশ,
'লক্ষ্যহারা কেরাণীরে লক্ষ্মীছাড়া শেষে
করিতে কি চাও প্রিয়ে?—না না, সত্য বলি,
যদি ভাগ্যে থাকে তা'ই, জানিও নিশ্চিত,
আর কারো করিব না শয্যাসহচরী।'
উত্তর করিল প্রিয়া সতেজে এবার,
'পুরুষের হেন দম্ফ শুনা যায় বটে
পত্নী যতদিন থাকে! আছে বহু মূঢ়া

এ প্রবোধে অনায়াসে ভুলে যায় যারা !
বল দেখি সত্য ক'রে, আমি ম'লে,তারে
পাও যদি, কর না কি জীবনসঙ্গিনী ?
লজ্জাই বা কেন এতে ? সে যে গো ব্রাহ্মিকা ;
তারা শতগুণে শ্রেষ্ঠ হিন্দু মেয়ে হতে !'
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'সেটা মিথ্যা নয় ;
কিন্তু ইহা নহে তব অন্তরের কথা !
এইমত হিন্দুঘরে করে দিবারাতে
লজ্জাহীন অক্ষমতা বিদ্রূপ-বড়াই !'
এই শেষকথাগুলি বাজিল অমারে ;
বস্ত্রাঞ্চলে মুছি আঁখি রহিল নির্ব্বাক্ ।
ব্যথিত প্রকাশ উঠি অভিমানিনীরে
আদরে বুকের কাছে লইল টানিয়া ;
সোহাগে সোহাগে দিল রাগ ভুলাইয়া !

ক্ষণেক নীরব দোঁহে ; দেখিতে লাগিলা
আবার লহরীলীলা ; শুনিতে লাগিলা
কলকল্লোলিত তান। অদূরে মধুরে
সুরে সুর মিলাইয়া গাহিয়া উঠিল
উৎকলবালিকা কোন বৃন্দাবনগাথা।
স্থান-কাল নাহি গণি দুষ্টু হরুবাবু
করিতেছিলেন মাঝে রসভঙ্গ শুধু!
মায়ের এলান চুলে পিতার চাদরে
গ্রন্থি বাঁধি চুপে চুপে, সহসা সজোরে
টানিয়া, অমনি হাসি যেতেছিলা দূরে!
মনে এই ঝাঁক, মুখে ততোধিক হাঁক,—
হেন বাহাদুরী যেন দেখে নাই কেহ
আর্থারবন্দরে কিংবা সাহোর প্রান্তরে!
ক্রমে ঘনাইয়া এল সন্ধ্যার আঁধার,

চাকর ডাকের চিঠি কেরোসিন-আলো
দোঁহার সম্মুখে রাখি চলে গেল কাজে।
নারীজনোচিত ক্ষুদ্র খর কৌতূহলে
অমাময়ী একে একে চিঠিগুলি খুলি
কোনটি অর্দ্ধেক পড়ি, কোনটী না পড়ি
দিতেছিলা রাখি কাছে। শেষ-চিঠিখানি
ধৈর্য্য ধরি বার বার করিলেন পাঠ ;
বাড়ায়ে আলোকশিখা, তার নীচে ধরি
সাবধানে পড়িলেন ; তবু যেন তার
নাহি হ'ল অর্থবোধ। দেখিলেন শেষে
ভাল ক'রে শিরোনামা, বাড়ীর ঠিকানা।
অকস্মাৎ স্ফীতাধরে কম্পমান করে
ছুঁড়িয়া ফেলিলা চিঠি স্বামীর সম্মুখে।
ম, কেন মোরে এত অবহেলা !

বুদ্ধিহীনা আমি ; ভাবি নাই অতশত !
তলে তলে চলে হেন পত্রবিনিময় ?
তোমায় সে কালামুখী ভালবাসে আজো ?'
বিস্মিত প্রকাশচন্দ্র চিঠি কুড়াইয়া
পাঠ করি, উঠিলেন উচ্চ হাস্য করি !
কহিলেন, 'এই কথা ? এরি লাগি এত ?
সন্দেহেই এতদুর ? সত্য হ'লে, বুঝি
ঘটিত প্রলয়কাণ্ড !—শান্ত কর মন ;
এ চিঠি ননীর ; কিন্তু এ ননী—সে নয় ।
এ আমার বাল্যবন্ধু ! জান তুমি তারে ;
সে-ই এ নষ্টের গোড়া ! দুই ছত্র লিখে
দুইটি প্রাণের মাঝে চিরদিন তরে
দিতেছিল দাগ ! সহজে হবে না ছাড়া,
শাস্তি পেতে হবে এর ! সশরীরে তারে

হাজির করায়ে হেথা তবেই ছাড়িব !
এবার তোমার সাথে করা'ব আলাপ।
বন্ধুপ্রীতি যতক্ষণ অন্তঃপুর হতে
নাহি পায় সমাদর, অসম্পূর্ণ তাহা।
তুমিও হইবে সুখী তার পরিচয়ে।
যেমনটী চাও তুমি সেও সেইমত ;
সুরসিক সহৃদয় ; তাহাতে আবার
কাব্যপ্রিয় সুগায়ক ! মিলে যাবে বেশ !
তখন এ অভাগারে রবে ত স্মরণ ?'
বুঝিয়া আপন ভ্রান্তি অনুতপ্ত অমা
মরমে মরিতেছিল। ছিল অন্যমনে ;
রহিল নীরব। গোপন অন্তর হতে
প্রার্থনা উঠিতেছিল,—ওহে অন্তর্যামী,
স্বামীরে দিয়েছি ক্লেশ আজি অকারণে

মিথ্যা অভিমানবশে; দণ্ড দিও তার!
হরুবাবু সেইক্ষণে ফুৎকারে ফুৎকারে
দীপের সে দীপ-জন্ম দিলা ঘুচাইয়া!
প্রকাশ পরের দিন চিঠি দিয়ে ডাকে
কহিল অমারে এসে, 'কর আয়োজন
প্রিয় অতিথির লাগি। লিখেছি ননীরে
এখানে আসিতে ত্বরা। এই চিঠি পেলে,
যেমন থাকুক্ ননী, আসিবে নিশ্চয়।'
কহিল ব্যথিতা ধীরে, 'সত্য সত্য তবে
কর নাই ক্ষমা মোরে? কেন লজ্জা দাও
এ লজ্জাহীনারে আর!' প্রবোধি পত্নীরে
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'বহুদিন হতে
লিখিতেছে ননী মোরে, আসিবে হেথায়;
চিরকাল জানি তারে, অলসের শেষ;

গৃহকোণ হতে তারে নড়ান দুষ্কর ;
তাই তারে জোর ক'রে করিব বাহির।
জান না কি, ননী মোর বড় আপনার !'
কহিল উৎফুল্ল অমা, 'তবে লিখে দাও,
কাজ নাই এসে তাঁর। ছোট বাসাবাড়ী,
তায় আমি একা প্রাণী ; ভাল ক'রে তাঁর
হবে না আদর যত্ন ! আজি—এই দণ্ডে
মাথা খাও, লিখে দাও,—চুকে গেছে কাজ !'
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'সাধে কি গো বলি,
স্ত্রীলোকের ঝুটা মন ! ভদ্রতার ঘটা,
সে কি আত্মীয়ের তরে ? হোক্ তা নির্দ্দোষ,
ক্রটীভরা আত্মীয়তা কত উচ্চে তার !
ননী কি মোদের পর ? তাই তারে এবে
ব্যথিয়া তুলিতে হবে আতিথ্যের ভারে ?'

পতির দৃঢ়তা দেখি ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণমনে
নীরবে নিশ্বাসি অমা চলে গেল কাজে।
কি যেন অজ্ঞাত শঙ্কা সেইক্ষণ হতে
চাপিয়া বসিল বুকে ; মনে হতেছিল,
তাহাদের শান্তিস্তব্ধ এই সুখনীড়
কে যেন শ্যেনের মত আসিছে ভাঙ্গিতে !
যথাকালে ননী পেয়ে প্রকাশের লিপি
উঠিল ব্যাকুল হয়ে। 'বাড়িয়াছে পীড়া ?'
বার বার এই কথা আপনার মনে
করিল আবৃত্তি। আঁকা-বাঁকা লেখাগুলি
পড়িল সে বহুবার চিন্তাতপ্ত মনে।
সেদিনি গুছায়ে সব, মক্কেলের কাজ
অন্য উকীলের কাছে গছায়ে, হইল
প্রস্তুত যাত্রার তরে। মুহুরী তখন

ধরিল, 'মাম্‌লা এক, লক্ষটাকা দাবী,
এইমাত্র আসিয়াছে, ছেড়ে দিতে হয় !'
লক্ষ হোক্, কোটি হোক্, কে ভাবিছে তাহা ?
আমি ভাবি কতক্ষণে পৌঁছিব কটকে !
যথাকালে বাষ্পরথ বহিয়া ননীরে
আসিল কটকে। নামিয়া পড়িল ননী ;
সহসা প্রকাশচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে
ধরিলা ননীর কর। ফিরে চেয়ে ননী
বিস্ময়ে রহিলা স্তব্ধ ! দুইবন্ধু শেষে
ক্ষণেক লইলা হাসি ; আলাপে আলাপে
চলিলা গৃহের পানে আনন্দে কৌতুকে।
এক মাস গেছে চলি। সেদিন পূর্ণিমা ;
মেঘমুক্ত নীলাকাশে জ্যোৎস্না হাসিতেছে,
অঙ্গনে বিছায়ে পাটি, বন্ধু দুইজন

চাহিয়া আকাশ পানে। গৃহকর্ম্ম সারি
অমাও একান্তে আসি বসিল সেথায়।
আর এক পূর্ণিমায় এসেছিল ননী ;
দুদিন না যেতে, হয়েছিল উৎকণ্ঠিত
গৃহে ফিরিবার তরে! কবে, কোথা দিয়ে
চলে গেছে দুটি পক্ষ অজ্ঞাত নেশায়!
বড় দ্রুত গেছে বুঝি এ কয়টী দিন ?
হায় ননী! হায় কর্ম্মী! এই তব কাজ ?
কোথা গৃহ, গৃহপ্রিয় ? ফিরিবার কথা
ভুলে গেছ একেবারে ? অভাগিনী অমা!
অয়ি আগুন্তকভীতা, আজ তব ভয়,
অতিথি কখন যাবে সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে!
এ কি ? এ কি ?— কে গাহিছে ?—ধন্য ননীলাল!
কি নিপুণ সুরভঙ্গী, কি মধুর স্বর!

জানিছ কি, পাশে বসি আত্মহারা অমা
তোমার ও কণ্ঠসুধা করিতেছে পান
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় !—পড়িল নিশ্বাস কার ?
চোখে জল গান শুনে' ?—আর তুমি, ননী !
বহুস্থানে বহুবার গাহিয়াছ গান,
এমন ত গাহ নাই ! রাগিণীর সাথে
মিলে নি এমন ক'রে তোমার হৃদয় !
কণ্ঠ কেন কাঁপিতেছে ? ভুলিতেছ লয় ?
থাক্ থাক্ ওই গীত—প্রেমের কাকুতি !
অন্য গান ধর কোনো ! কিংবা গাহিও না !
লজ্জাহীনা হে পূর্ণিমা, হে মিলনদূতী,
অত হাসি বহুদিন হাস নাই তুমি !
এ কি ফাঁদ, এ কি হাসি করেছ বিস্তার !
কুহাকিনী, দেখ চেয়ে, খোকা শ্রান্তিভরে

ঘুমায়ে পড়েছে ওই শয্যা আলো করি ;
এমন সুন্দর শিশু ! এমন সংসার
সুখশান্তিভরা ! মনে রেখো যাদুকরী !
সহসা থামিল গীত ; মৌনে উঠি অমা
পশিল শয়নকক্ষে । সুপ্ত শিশু পানে
ক্ষণেক চাহিয়া মুগ্ধা কহিল আবেগে,—
অশান্ত দুরন্ত মোর, সন্ধ্যাটি না হতে
ঢুলে' এসেছিল আঁখি না জানি কখন,
দেখে নাই মা তোমার ; নেয় নি সে খোঁজ !
হয় ত বা অভিমানে একা গিয়ে যাদু,
শয্যাখানি বিছাইয়ে পড়েছ ঘুমায়ে !
ক্ষমিও এ কুমাতারে ; মরি মরি রূপ !
এর কাছে আছে কিছু ? এমন নির্ম্মল,
এমন পাগলকরা আছে কিছু আর ?—

সেইক্ষণে শয্যা'পরে পড়িল লুটিয়া ;
টানিয়া কোলের কাছে ঘুমন্ত শিশুরে
চাপিতে লাগিল বুকে কি যেন ব্যথায় !
আহারের আয়োজন করি ভৃত্য যবে
ডাকিতে আসিল তারে, বলে দিল অমা,—
অসুখ হয়েছে তার ।—দুবন্ধু সে রাতে
ভোজনে বসিলা মৌনে । দেখিল প্রকাশ,
সদানন্দ রঙ্গপ্রিয় ননী যেন আজ
নিতান্ত বিষণ্ণ শুষ্ক । কহিল প্রকাশ,
'জানি ওগো জানি তাহা, ফাঁকি দিবে ঠিক,
দেখিবার লোক যবে নাই আজ কাছে !'
'না না, না না ! সে কি কথা ?' বলি ননীলাল
ভাঙ্গাসুরে ম্লানহাসি হাসিল কেবল ।
চমকি প্রকাশচন্দ্র কহিলা ননীরে,

'হয়েছে অসুখ কোনো ?' শশব্যস্তে ননী
কহিল বিকৃতকণ্ঠে, 'না না, কিছু নয় ;
বহুদিন গৃহ ছাড়া ; ছুটি চাই এবে।'
প্রকাশ কহিলা হাসি, 'মোরে বলা বৃথা,
যথাস্থানে আবেদন পাঠাইও কা'ল !'
পরদিন ব্যস্ত হয়ে প্রকাশ অমারে
ডাকিল শয়নকক্ষে, কহিল, 'এখনি
পাইলাম এই 'তার' কলিকাতা হতে ;
গুরুতর কার্য্য তরে যেতে হবে সেথা ;
বিলম্বে হইবে হানি ! যেতে হবে আজি,
শীঘ্র শীঘ্র ক'রে দাও যাত্রার উদ্যোগ।'
ধরিয়া স্বামীর কর অকস্মাৎ অমা
রহিল আনতমুখে ক্ষণেক নীরব ;
কহিল কাতরকণ্ঠে, 'প্রভু, প্রাণাধিক,

থাক থাক মোর কাছে ! বড় একা আমি !
বড় একা ! অসহায় ! যেও না, যেও না !
যাবে যদি, একসঙ্গে চল ফিরি সবে।'
কহিলা প্রকাশচন্দ্র, 'বহুবার হেন
হয়েছে ত ছাড়াছাড়ি, দেখি নাই কভু
এত বাড়াবাড়ি তব ! বুঝি উপন্যাস
অবিশ্রান্ত পড়িয়াছ এই কয়দিন ;
সেই মিথ্যা মাদকতা ঘুরিছে মাথায় !
প্রত্যক্ষ সংসার এ যে ; হেথা নাহি সাজে
সুরঙ্গিন কল্পনার মিষ্ট অভিনয় !
পক্ষকাল মাঝে আমি ফিরিব নিশ্চিত ;
ননী রয়ে গেল হেথা ; ভাবনা কিসের ?'
ক্ষুব্ধার হৃদয় হতে কি একটি কথা
উঠিয়া মিলায়ে গেল গভীর নিঃশ্বাসে !

বিচিত্র নিয়তি

অনেক সাধিল ভীতা, অনেক কাঁদিল,
অটল প্রকাশচন্দ্র, শুনিলা না কিছু।
এদিকে হরিশচন্দ্র খেলা ছেড়ে এসে
ধরিলা পিতার হাত ; কহিলা, 'বাবা লে,
আমিও কোকাতা যাব।' বহু প্রলোভন
খেল্‌না-বাজ্‌না আর আঙ্গুর-বেদানা
হ'ল যবে প্রতিশ্রুত, সুবোধ হরিশ
অগত্যা করিলা সন্ধি। বিরহবিধুরা
বহুক্ষণ দ্বার দিয়া কাঁদিল বিরলে ;
যাত্রার সময় এল ; এবার প্রকাশ
বুঝিল, হৃদয়ব্যথা নহে কাল্পনিক,
যার বাজে সেই বুঝে ! ফেলিয়া নিঃশ্বাস
আঁকিয়া রেখে [illegible]মানা প্রেয়সীর ছবি
শিশুর মলিনমুখ নিভৃত অন্তরে

ধীরে ধীরে অশ্রু মুছি লইলা বিদায়।
অধীর বাষ্পীয় রথ দৌড়িল যখন
বঙ্গরাজধানীমুখে, ফিরে এল ননী ;
কিন্তু, গেল না বাসায়। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল,
চাঁদ উঠে এল ধীরে, কাঠজুড়ী-তীরে
ননী বেড়াইতেছিল একাকী সে রাতে
অধীর উদ্দেশ্যহীন চঞ্চল চরণে।
আপন অধীর বক্ষ দুই হাতে চাপি
যাতনাকাতরকণ্ঠে চাহি উর্দ্ধ পানে
কহিল,—অনাথনাথ, বল দাও মোরে!
এই সুখী পরিবার, সোণার সংসার,
ছারখার হ'য়ে যাবে! হায়, বন্ধু আজ
করিবে বন্ধুর শিরে গোপন আঘাত?
সরল প্রকাশচন্দ্র! এমন লোকের

সর্ব্বনাশ করে কেহ ; ভাবে কেহ তাহা !—
সেই শান্ত রজনীতে ব্যাকুল প্রার্থনা
যেন ঊর্দ্ধে কারো কাছে পৌঁছিল বারেক !
স্বর্গ-আশীর্ব্বাদ সম, স্নিগ্ধ সমীরণ
সর্ব্বাঙ্গে লাগিল এসে সান্ত্বনার মত !
নিঃশব্দে চোরের মত সেই রাতে ননী
বাসায় আসিল ফিরি। জানাল ভৃত্যেরে,—
আহারের ইচ্ছা নাই।—চুপে শয্যা লয়ে
মুহূর্ত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে পড়িল ঢলিয়া।
হেথা বিরহিনী অমা তপস্বিনীসম
কাটাতে লাগিল দিন ; রূপের মাঝারে
পড়িল মলিন ছায়া ; হাসি-রঙ্গ ছাড়ি
যৌবনের চপলতা কি যেন সংযমে
ধরিল কঠোর মূর্ত্তি ! অমা আর ননী

দূরে দূরে থাকে দোঁহে অতি সাবধানে ;
কথা নাহি হয় আর ; বুঝি প্রতিদিন
দেখাও হয় না দোঁহে ; যেন দুইজনে
পরিচয় নাই কভু ! মাতা রোজ রাতে
পুত্ত্রেরে টানিয়া কোলে ঊর্দ্ধপানে চাহি
কহে,—প্রভু, কতদিন—আর কত দিন
তাঁর ফিরিবার বাকী ! হয় নাই কাজ ?
এই ক'টি দিন রাখ এই দুর্ব্বলারে
দুই হাতে আগুলিয়া ! হে স্বামীর স্বামী,
যাবৎ না পাই সেই অনন্ত-নির্ভর,
তাবৎ করিও রক্ষা এই অনাথারে !
তাঁর কথা, তাঁর গুণ মোর স্মৃতিপটে
রাখ জাগাইয়া নিত্য ! দাও মোরে বল
কায়মনে নাহি হই বিশ্বাসঘাতিনী !

একপক্ষ গেল চলে। এল না প্রকাশ ;
প্রিয়া গণিতেছে দিন। আরেক সপ্তাহ
যেদিন হইবে পার, এল এক চিঠি।
চিনি' সেই হস্তাক্ষর কম্পমান করে
খুলি অমা পড়ে গেল একটি নিশ্বাসে।
লিখেছেন স্বামী,—কাল পৌঁছিবেন আসি।—
বার বার সেই লিপি লাগিল চুমিতে!
পাছে কেহ দেয় বাধা আনন্দ-আবেগে,
অধীরা একান্তে তাই বাহিরের ঘরে
একেবারে ছুটে এসে রুধি দিল দ্বার।
সে ঘরে থাকিত ননী। কিন্তু অমা জানে,
বাহিরে বাহিরে ঘুরি রোজ ননীবাবু
নিশীথে সে ঘরে আসে।—প্রত্যহের মত
সেদিনো থাকিত ননী তখনো বাহিরে

যদি না ডাকের চিঠি পাইত সে পথে।
চিনি কারো হস্তাক্ষর, দ্রুতহস্তে খুলি
সে চিঠি পড়িল ননী। উঠিল চিৎকারি,—
মুক্তি! মুক্তি!—আর নয়; এই কয় দিন
যা সয়েছি,—হৃদয়েরে কি বিশ্বাস আর?
পলায়ন! পলায়ন! এই কারা ভাঙ্গি
কারেও কিছু না বলি চলে যাব কা'ল!—
ফিরিল বাসায় ননী। আপনার ঘরে
পশি একা, চুপে চুপে শয্যায় পড়িয়া
আঁধারে ভাবিতেছিল!—ঠিক সেইক্ষণে
প্রকাশের লিপি হস্তে অমাও সে ঘরে
পশি, সশব্দে রুধিল দ্বার।—চমকিয়া
উঠিল ডাকিয়া ননী,—কে ও?—অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে কাঁপিতেছিল স্তব্ধ অমা যেথা,

ননী উঠে গেল সেথা ; চকিতে কাহারে
চিনি ভয়ার্ত্তের মত সরিল পশ্চাতে !
তারপরে—তারপরে—একটী নিমেষ
এক ক্ষুদ্র ক্ষিপ্র ক্ষিপ্ত চপল পলক
ভাঙ্গি চির প্রাণপণ সংযম সংগ্রাম
সেই ক্ষুদ্র কক্ষলগ্ন অন্ধকার হতে
ফেলিল গভীরতর আঁধারে দোঁহারে !
চমক ভাঙ্গিল যবে, ত্রস্তে দ্বার খুলি
দুইজন দুইদিকে বেগে গেল চলি।
অমা পড়ি শয্যা'পরে লাগিল লুটিতে
যে ব্যথায়, যে জ্বালায়, ভাবার অতীত !
ক্ষিপ্ত ননী সেইক্ষণে হ'ল নিরুদ্দেশ।

এক বর্ষ গেল ঘুরে। মুঙ্গের সহরে
একটী সুপরিচ্ছন্ন গৃহের অঙ্গনে

হাত ধরাধরি করি যুবক যুবতী
নীরবে ঘুরিতেছিলা। ফুলগাছগুলি
সুঘ্রাণ উড়াতেছিল; অদূরে জাহ্নবী
কল্লোল তুলিতেছিল। তরুণীর বেশ,
আড়ম্বরবিবর্জ্জিত, তবু কি সুন্দর!
বাসন্তী রঙের শাটী গুর্জ্জরী ধরণে
পরেছেন কুঁচাইয়া, অনবগুণ্ঠিত কেশ
আধেক ললাট ঢাকি বঙ্কিম রেখায়
জ্যাকেটমণ্ডিত পৃষ্ঠে পড়েছে এলায়ে!
সুমসৃণ চর্ম্মাবৃত করবেষ্টী ঘড়ি
লতার কাঁকন সম পেতেছিল শোভা।
চর্ম্মের পাদুকা দুটি পাদপদ্ম চুমি
দলবদ্ধ ভৃঙ্গ সম রয়েছে মুর্চ্ছিয়া
কালো রূপ মিশাইয়া কনক বরণে!

গাহিতেছিলেন নারী অস্ফুট গুঞ্জনে।
তাম্বুলের রাগহীন স্মিতাধর হতে
শুক্তিশুভ্র দন্তপাঁতি দিতেছিল উঁকি !
বাঙ্গলা পুঁথির সদ্য অধীত পাতায়
তর্জ্জনী রাখিয়া, ক্ষুদ্র মুঠিতে চাপিয়া
সে গ্রন্থ, তরুণী স্বচ্ছন্দে ঘুরিতেছিলা !
পড়িল সন্ধ্যার ছায়া ; অদূরে বাহিরে
উঠিল সহসা গোল। যুবক তা শুনি
দেখিলা বাহিরে আসি,—একপাল ছেলে
ঐ পাগ্‌লী ! ঐ পাগ্‌লী !—এই ধূয়া তুলি
খেদায়ে আসিছে এক দীনা রমণীরে।
অশিষ্ট বালকদের হস্ত হতে যুবা
উদ্ধারিয়া বিব্রতারে সম্ভ্রমে সাদরে
আনিলেন ডাকি তারে আপনার গৃহে।

মুখোমুখী তিনজন সন্ধ্যার আঁধারে
বসিলেন আঙ্গিনায়। কহিল রমণী,
'পাগল ?—পাগল হয় কি পুণ্য করিলে ?
আমি ত পাগল নই ; মাঝে মাঝে শুধু
কি এক আবেশ মাঝে সমস্ত চেতনা
ডুবে থাকে ক্ষণকাল ; তারপরে সেই
পুরাতন পরিচিত স্মৃতির দংশন !'
এত বলি পাগলিনী আপনার হাতে
ছিঁড়িতে লাগিল কেশ ! সস্নেহে প্রকাশ
কহিলেন, 'অভাগিনী, কি দুঃখ তোমার,
প্রকাশের হয় যদি, বল খুলে সব।'
'কি দুঃখ ?—শুনিবে তুমি ?—ওই কণ্ঠস্বরে
কি যেন কি আকর্ষণ, লইতেছে টানি
গোপন অন্তর ! করিও না ঘৃণা তবে !'

এত বলি ভিখারিণী মর্ম্মস্পৃক স্বরে
বলে' গেল আত্মকথা একটী নিশ্বাসে।
অধীর আকুল কণ্ঠে কহিলা যুবক,
'মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! তুমি—তুমি অমা?'
প্রগল্‌ভা না শুনি তাহা কহিতে লাগিল
আত্মভাবে ভোর হয়ে।—কলিকাতা হতে
যেদিন ফিরিলা স্বামী, মুমূর্ষুর মত
শয্যায় ছিলাম লীন। কাছে বসি মোর
সযত্নে সোহাগে স্নেহে হাত খানি তুলে'
আপন কোলের কাছে, ছোঁয়াইলা ঠোঁটে!
কহিলা,—আছ ত ভাল?—সে আদরে মোর
সংযম ভাসিয়া গেল; পা দুখানি তাঁর
মাথায় নিলাম তুলে; কহিলাম তাঁরে
খুলিয়া সকল কথা। হ'ল না ভরসা

মার্জ্জনা ভিক্ষার! শুনিলেন স্বামী সব;
সাগরের মত সেই গভীর হৃদয়
ক্ষণেক স্তম্ভিত হ'ল; শেষে ধীরে ধীরে
সেই পুরাতন প্রেমে আশীর্ব্বাদছলে
লাগিলা বুলাতে শিরে কম্পমান কর।
কহিলেন গাঢ়স্বরে,—অমা, অমা মোর!
তোমারে করেছি ক্ষমা। এই যে ধরণী
প্রকাণ্ড ভুলের স্থান! কে না ভুল করে?—
তারপরে দুই দিন দুঃখে সুখে মোহে
কোনমতে কেটে গেল। যা ছিল তা যেন
কিছুতে হয় না আর!—বুঝিলাম তাহা;
তিনিও তা বুঝিলেন। তৃতীয় দিবসে
কারেও কিছু না বলি অকস্মাৎ স্বামী
হইলেন নিরুদ্দেশ। সেইদিন হতে

খোকারো বাড়িল জ্বর ; ছুদিনের দিন,
সোণার হরিশ মোরে গেল ফাঁকি দিয়ে!
বাবা বাবা ক'রে আহা, প্রাণ দিল বাছা !
প্রায়শ্চিত্ত হ'ল মোর ! হায় প্রাণাধিক,
হৃদয়ছুলাল মোর, নিষ্পাপ নির্ম্মল,
নরকের কীট আমি দংশিলাম তোরে;
তাই ত ফুলের মত পড়িলি ঝরিয়া
কোরকজীবনে, যাত্ন !—থামিল বিবশা।
যুবক ক্ষিপ্তের মত উঠিল চিৎকারি,—
আমি—আমি পুত্রহন্তা ! আকাশের বজ্র,
হও যদি দেবতার ন্যায়দণ্ড তুমি,
ভেঙ্গে পড় মোর শিরে ! আমিই প্রকাশ!
আমি সেই শিশুঘাতী নির্ম্মম পাষাণ !—
কহিল উন্মত্তা, 'তুমি ?—তুমি সে দেবতা ?

ওই কণ্ঠস্বর শুনি বার বার মন
হয়েছিল উচাটন, কিন্তু দুরাশারে
পারি নাই স্থান দিতে। তুমি—তুমি সেই ?'
আমি সেই কাপুরুষ, আমি সেই পাপী !
অনাথ শিশুরে আর কাতর পত্নীরে
চোরের মতন ফেলি আসিনু পালায়ে !—
হায় অসহায় শিশু, প্রাণের পুতলি
যবে তোর শিরে আসি মৃত্যুর নিশ্বাস
পরশ করিতেছিল, হয় ত বিভ্রমে
বাবা বলে ডেকেছিলি এই নরাধমে !
খুঁজেছিলি বৃথা কারে ! ঘুমাও ঘুমাও
বিশ্বপিতা কোলে, বৎস। ঘুম যাও যাদু,
ভাঙ্গে না বিশ্বাস যেথা, ঘুচে না অভয় !—
আর তুমি অভাগিনী, শোক-উন্মাদিনী,

এস পতিপুত্রহারা, এস পরিত্যক্তা,
এস অনুতাপদগ্ধা নিষ্পাপ পতিতা,
চল মোরা তিনজন সংসারের প্রান্তে
অভিনব গৃহস্থালী করি গে রচনা!—
হায় যদি ননীলাল ফিরিত এখন,
পুরাতন নিঃসঙ্কোচে এই আলিঙ্গনে
যদি সে আসিত ফিরে! হায় তা কি হবে!—
চাহিয়া যুবতী পানে, ধরি তার হাত
কহিতে লাগিল,—করিবে কি ক্ষমা, ননী?
ভাঁড়ায়ে পিতারে তব বিপত্নীক সাজি,
পূর্ব্ব পরিচয়-বলে, ধর্ম্মান্তর লয়ে,
বিধবা, তোমারে যবে বিবাহবন্ধনে
বাঁধিয়াছি, ছলে হোক্, তবু সে বন্ধন
প্রেমের কুহকে আর ধর্ম্মের আলোকে

শুভ শুদ্ধ হয় নাই ?—এবে শুধু বলি,
শৈশবের প্রেম স্মরি ক্ষমা কর মোরে!—
সহসা উন্মত্তা বেগে দাঁড়াল তখন,
কহিল কম্পিতকণ্ঠে চাহি দোঁহা পানে,—
চিরসুখী হও দোঁহে! আজিকার কথা
ভুলিও দুঃস্বপ্ন সম!—প্রকাশে চাহিয়া
কহিল গদ্গদকণ্ঠে,—স্বামী! প্রাণাধিক!
ক্ষমা করেছিলে আগে; কিন্তু আজ দিলে
যাহা মোরে, তা যে মোর আশার অতীত!
যতদিন আছি বেঁচে, সেই স্মৃতি লয়ে
জীবন কাটায়ে দিব। এই ভালো, প্রভু!
আর বেশী কাজ নাই!—বিদায়! বিদায়!—
এত বলি অন্ধকারে গেল মিশাইয়া।
আঁধার চিরিয়া মৌনে চতুর্থীর চাঁদ

উঠে এল ধীরে ধীরে। যুবক-যুবতী
সেইখানে ; কারো মুখে নাই কোন কথা !
রজনী গভীর হ'ল ; ক্ষীণ কোলাহল
ক্ষীণতর হ'তেছিল ; একটী কোকিল
অদূরে গাহিতেছিল ; শীতল সমীরে
সদ্যস্ফুট ফুলবাস লাগিল উড়িতে ;
সেইখানে একাসনে অভুক্ত দম্পতি
কাষ্ঠপুত্তলীর প্রায় রহিল বসিয়া !